ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৫৬৩০
আগরতলা, ১৬ মার্চ,২০২৬

আজ রাজ্য বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জন্য প্রস্তাবিত বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায়ের প্রদত্ত ভাষণ

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমি এই মহতী বিধানসভায় ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের রাজ্য বাজেট উপস্থাপন করছি। এই বাজেটটি আমাদের রাজ্যের বিকাশ, জনকল্যাণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধনের সম্ভাবনার প্রতি আমাদের সরকারের দৃঢ় অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করছে। প্রথমেই আমি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজীর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যাঁর দূরদর্শিতা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্ব এবং আমাদের দেশকে একটি অনন্য উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে তাঁর অদম্য সংকল্প, যা আমাদের উন্নয়ন ও অগ্রগতির ধারাকে দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে পাথেয় ও পথ প্রদর্শক।

এই উপলক্ষ্যে আমি আমাদের মাননীয় কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীমতি নির্মলা সীতারমনজিকে ২০২৬-২৭ সালে কেন্দ্রীয় বাজেট উপস্থাপনার ক্ষেত্রে আর্থিক শৃঙ্খলা ও সুদৃঢ় উন্নয়নমূলক কাজের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার জন্য অশেষ ধন্যবাদ জানাই।

চলতি বছরের কেন্দ্রীয় বাজেট দৃঢ় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির জন্য একটি শক্ত ভিত্তি স্থাপন করেছে। এতে পরিকাঠামো উন্নয়ন, ডিজিটাল রূপান্তর ও গ্রামীণ ক্ষমতায়ন এবং বিশেষত যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহণ, পর্যটন ও লজিটিকস ক্ষেত্রে উন্নয়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এর ফলে উত্তর পূর্ব ভারত উল্লেখযোগ্যভাবে উপকৃত হবে এবং এ অঞ্চলের মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও বাস্তবায়নের ব্যবধান দূর করতে এই কেন্দ্রীয় বাজেট অগ্রণী ভূমিকা পালন করবে।

আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা মহোদয়ের সুচারু ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আমাদের রাজ্য উন্নয়নের পথে ধারাবাহিকভাবে অগ্রসর হচ্ছে। বিভিন্ন বিকাশকেন্দ্রিক উদ্যোগের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র, যেমন- পরিকাঠামো সুদৃঢ়করণ, বিনিয়োগ বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, স্বাস্থ্য ও পর্যটন ক্ষেত্রে উন্নয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে ত্রিপুরা সরকার রাজ্যের জনগণের সর্বাঙ্গীণ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে।

এখন আমি ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিভিন্ন দপ্তরের অর্জিত উল্লেখযোগ্য সাফল্যসমূহ এবং ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণাসমূহ নিম্নে উপস্থাপন করছি।

কৃষি ও কৃষক কল্যাণ :

১) কৃষিকাজ ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতির মেরুদণ্ড এবং রাজ্যের প্রায় ৪ লক্ষ

৭২ হাজার জনগণ কৃষির উপর নির্ভরশীল। কৃষিক্ষেত্রে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধন করেছে। টেকসই কৃষি ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার জন্য আমাদের রাজ্যের কৃষকদের মধ্যে প্রাকৃতিক চাষ ও জৈব কৃষি পদ্ধতিকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৫ হাজার ৫৫০ হেক্টর জমি প্রাকৃতিক চাষের আওতায় এবং ২৬ হাজার ৫০০ হেক্টর জমি জৈব চাষের আওতায় আনা হয়েছে।

২) ধানের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী ইন্টিগ্রেটেড ক্রপ ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম এবং মুখ্যমন্ত্রী শস্য শ্যামলা যোজনার অধীনে উচ্চফলনশীল ধানের জাত জনপ্রিয় করা হয়েছে।

৩) রাজ্যের ২ লক্ষ ৭১ হাজার জন কৃষকের জন্য একটি কৃষক নিবন্ধীকরণ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হচ্ছে এবং ইতিমধ্যে ৩৮ হাজার কৃষককে এই ডাটাবেসে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

৪) কৃষক যাতে তাদের উৎপাদিত ধানের ন্যায্যমূল্য পান, সেজন্য কিলোগ্রাম ধানের জন্য ২৩ টাকা হারে ন্যূনতম সহায়কমূল্য (এম.এস.পি.) প্রদান করা হয়েছে।

৫) সয়েল হেলথ কার্ড কর্মসূচির মাধ্যমে মাটির গুণমান পরীক্ষা করা সম্ভব হয়েছে এবং এর ফলে ফসলের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য সঠিক পরিমাণ সার ব্যবহারে সহায়তা হচ্ছে।

৬) প্রাকৃতিক দুর্যোগের হাত থেকে কৃষকদের সুরক্ষার লক্ষ্যে ৯৬ হাজার জন কৃষকের উৎপাদিত ফসলকে প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনার অধীনে আনা হয়েছে।

৭) স্বল্পমেয়াদি ঋণের মাধ্যমে কৃষকদের সহায়তার জন্য ৪৫ হাজার ৭৮০টি কিষাণ ক্রেডিট কার্ড প্রদান করা হয়েছে এবং ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মোট ২৫৭ কোটি ১৪ লক্ষ টাকার সহজ ঋণ বিতরণ করা হয়েছে।

৮) আমি সারা রাজ্যে ৬০টি গ্রামীণ বাজার নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য RIDF-এর অধীনে ১৫৮ কোটি ৩৯ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

৯) আমি আরও ১০০টি কৃষক পরামর্শ কেন্দ্র সহ কৃষি উপবীজ ভান্ডার এবং ৩০টি কৃষক জ্ঞান কেন্দ্র নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য ব্যয় ধার্য হয়েছে ৪৮ কোটি টাকা। আমি ত্রিপুরা কৃষি মহাবিদ্যালয়ে বিদ্যমান ছাত্রীনিবাসের সঙ্গে একটি অ্যানেক্স ভবন, একটি মাশরুম হাউস এবং একটি মিলিং ইউনিট নির্মাণেরও প্রস্তাব রাখছি এবং এর জন্য ব্যয় বরাদ্দ হয়েছে ৭ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকা।

১০) পশ্চিম ত্রিপুরার মোহনপুরে Agriculture Farm Machinery Promotion and Training Institute স্থাপনের প্রস্তাব করছি, যার জন্য ৮ কোটি ৯২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

উদ্যানপালন :

১১) উদ্যানজাত ফসলের উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে রাজ্য সরকার ফল, শাকসব্জি, মশলা এবং ফুলচাষের বহুমুখীকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার অয়েল পাম চাষের উপরও জোর দিয়েছে।

অ্যাভোকাডো, কামলাম এবং উন্নতজাতের আম ও আপেলকুলের মতো নতুন নতুন ফলের চাষ রাজ্যে চালু করা হয়েছে এবং কৃষকদের মধ্যে তা ক্রমে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।

১২) আলুর উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির জন্য রাজ্য সরকার ARC প্রযুক্তি জনপ্রিয় করার উপর জোর দিয়েছে। এই প্রযুক্তি চালুর ফলে আলুর উৎপাদনশীলতা প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৩) কৃষকদের আয় বৃদ্ধির লক্ষ্যে মাশরুম চাষ প্রসারের জন্য রাজ্য সরকার ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১ হাজার ৬৫টি পরিবারকে ৪০ হাজার ১২৫টি মাশরুম স্পন প্যাকেট বিতরণ করা হয়েছে।

১৪) সারা বছর আনারসের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করতে এবং কৃষকদের জন্য ভালো মূল্য সুনিশ্চিত করতে ১,৮১৬ হেক্টর পরিমাণ জমিতে আনারস চাষে স্ট্যাগারিং করা হচ্ছে। উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৫৪টি মুখ্যমন্ত্রী মডেল গ্রামে ৮৮ হাজার ৯২টি আম্রপালি আম, লেবু, সুপারি, গোলমরিচ ও লিচুর চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

১৫) এছাড়া ৬৫০ জন কৃষকের মধ্যে আরও ১৪ হাজার ৯৮৪টি আপেলকুল, সুপারি, লেবু ও আমের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

১৬) গাঁজা চাষ নিরুৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে সিপাহীজলা জেলায় ১ লক্ষ ১৮ হাজার ২৪০টি সুপারি, পেঁপে ও লেবুর চারা বিতরণ করা হয়েছে।

১৭) সেচের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বাগানে চুয়াল্লিশটি সৌরচালিত সাবমার্সিবল সেচ পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

১৮) ধলাই জেলার নালকাটায় একটি সমন্বিত প্যাক হাউস স্থাপন করা হয়েছে, যাতে বিশেষত আনারসের সংরক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে বৃহত্তর বাজারে পৌঁছানো সম্ভব হয় এবং কৃষকদের আয় বাড়ে।

১৯) গ্রামীণ অর্থনীতি সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রে ফুলচাষ একটি উদীয়মান ক্ষেত্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। বাইরের রাজ্য থেকে ফুল আমদানির পরিবর্তে ধীরে ধীরে স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত ফুল তার স্থান গ্রহণ করছে। ফুলচাষিদের ফুলচাষ সম্বন্ধে সদর্থক ও দৃশ্যমান প্রভাব বিস্তার এবং প্রশিক্ষণের লক্ষ্যে মোহনপুর, উদয়পুর ও বাধারঘাটে তিনটি প্রদর্শনমূলক পুষ্প বাগিচা স্থাপন করা হয়েছে।

২০) ইন্দো-ডাচ প্রকল্পের অধীনে লেম্বুছড়ায় সেন্টার অব এক্সিলেন্স অন ফ্লাওয়ার্সের নির্মাণ কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে এবং ইন্দো-ইজরায়েল প্রকল্পের অধীনে তৈদুতে সেন্টার অব এক্সিলেন্স অন সিট্রাসের কাজও অগ্রগতি লাভ করেছে।

২১) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পঁয়তাল্লিশ জন কৃষকের মধ্যে ৭৫ হাজার টাকা ভর্তুকি সম্বলিত মূল্যে মিনি পাওয়ার টিলার বিতরণ করা হয়েছে। কৃষকদের কল্যাণে ১৬০টি জলধারণ কাঠামো এবং ১০৯টি ভার্মি কম্পোস্ট কাঠামোও নির্মাণ করা হয়েছে।

২২) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে উত্তর পূর্বাঞ্চল বিকাশ মন্ত্রকের (ডোনার) আর্থিক সহায়তায় ক্যুইন আনারসের পোস্ট হার্ভেস্ট ম্যানেজমেন্ট সংক্রান্ত একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হবে। এই প্রকল্পে ৩টি জেলার ৮টি ব্লক অন্তর্ভুক্ত থাকবে, যার মাধ্যমে গ্রেডিং, প্যাকেজিং, কুলিং, বিপণন সহ সমস্তরকম পরবর্তী ফসল ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি ব্যবস্থা

করা হবে। প্রকল্পের অধীনে সংগ্রহ কেন্দ্র, সৌরচালিত কুল চেম্বার এবং প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট নির্মাণের ব্যবস্থা থাকবে। প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে আনারস রপ্তানি আরও সহজ হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২৩) রাষ্ট্রীয় কৃষি বিকাশ যোজনা (আর.কে.ভি.ওয়াই.)-এর অধীনে ১ হাজার ৩০০ হেক্টর জমিতে হাইব্রিড গ্রীষ্মকালীন সব্জি চাষ প্রসারের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

২৪) আলুর বীজ কন্দ উৎপাদনে ২০২৮-২৯ সালের মধ্যে স্বনির্ভরতা এবং টেবল পটেটো উৎপাদনে ২০২৯-৩০ সালের মধ্যে স্বনির্ভরতা অর্জনের লক্ষ্যে একটি বিশেষ রোডম্যাপ প্রণয়ন করা হয়েছে এবং পেরুর লিমা শহরে অবস্থিত ইন্টারন্যাশনাল পটেটো সেন্টারের সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এই উদ্দেশ্যে আর.কে.ভি.ওয়াই.-এর অধীনে ২০ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

২৫) উদ্যানজাত পণ্য বিক্রির সুবিধার্থে রাজ্যের বিভিন্ন জাতীয় সড়কের ধারে ৩০টি স্থানে বাজার শেড নির্মাণের প্রস্তাব করছি, যার জন্য ৩ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন :

২৬) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে গবাদি পশু ও পাখির টিকাকরণে রাজ্য সরকার একটি স্পেশাল ড্রাইভ অভিযান গ্রহণ করেছে। গবাদি পশু ও পোল্ট্রির বিভিন্ন রোগ যেমন এফ.এম.ডি. (ফুট অ্যান্ড মাউথ ডিজিস), ব্রুসেলোসিস, পি.পি.আর. (Pestise Di Petitis Ruminitis), সোয়াইন ফিভার, রাণীখেত, হাঁসের কলেরা ও হাঁসের প্ল্যাগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে ৮৭ লক্ষ ৫১ হাজার টিকার মাধ্যমে টিকাদান কর্মসূচি পরিচালিত হয়েছে। এছাড়া ৬ হাজার ২৭টি পশু এবং ৪০ (চল্লিশ) লক্ষ ৯৯ হাজার পাখির চিকিৎসা করা হয়েছে।

২৭) মুখ্যমন্ত্রী উন্নত গোধন প্রকল্পের অধীনে প্রচলিত সিমেনের মাধ্যমে ৫৪,৪৯৫টি কৃত্রিম প্রজনন এবং সেক্স সর্টেড সিমেনের মাধ্যমে ৩৬ হাজার ৩০টি কৃত্রিম প্রজনন সম্পন্ন হয়েছে।

২৮) মুখ্যমন্ত্রী প্রাণীসম্পদ বিকাশ যোজনা (এম.পি.এস.বি.ওয়াই.)-এর অধীনে মোট ১৯ হাজার ৫৩১ জন মহিলা উপভোক্তার প্রত্যেককে ২০টি পোল্ট্রি বার্ড এবং ৪২ (বিয়াল্লিশ) টি হাঁসের বাচ্চা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া পিগারি প্রকল্পের অধীনে ১,২৫০ জন মহিলা উপভোক্তার প্রত্যেককে ৬ হাজার টাকা হারে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং গোটারি প্রকল্পের অধীনে ১,২৫০ মহিলা উপভোক্তাকে ৬ হাজার টাকা হারে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৫ হাজার ৯৮০ জন বেনিফিসিয়ারিকে সি.জি.এম. (কাফ গ্রোথ মিল) দিয়ে সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

২৯) NEC-এর আর্থিক সহায়তায় রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় ১টি ক্রসব্রিড গাভি ৫১ জন বেনিফিসিয়ারিদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

৩০) ফডার রিসোর্সেস ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রামের অধীনে মোট ১,২৪৯ জন বেনিফিসিয়ারি সহায়তা লাভ করেছেন।

৩১) দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সহায়তার অধীনে ২ হাজার ৯২৩ জন বন্যা কবলিত কৃষককে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এই উদ্দেশ্যে ২ কোটি ৮২ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

৩২) ত্রিপুরার পিগারি খাতকে শক্তিশালী করা, উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি এবং শূকর সম্পদের জিনগত মানোন্নয়নের লক্ষ্যে সিপাহীজলার দেবীপুরে কম্পোজিট লাইভস্টক ফার্মে AICRP on Pig--এর অধীনে একটি পিগ সিমেন সংগ্রহ ও প্রক্রিয়াকরণ ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হয়েছে।

৩৩) জাতীয় পশুধন মিশন (এন.এল.এম.)-এর অধীনে অ্যানিমেল হেলথ ইন্স্যুরেন্স স্কিম চালু হয়েছে, যার আওতায় ২৯ হাজার ৩৫৫টিরও অধিক গৃহপালিত পশু অন্তর্ভুক্ত হবে।

.৩৪) এম.ভি.ইউ. কর্মসূচির আওতায় ১,২০৩টি স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়েছে, যেখানে ৯৫ হাজার ৬৫০টি পশু এবং ২ লক্ষ ১৭ হাজার ২০৬টি পাখির চিকিৎসা করা হয়েছে।

৩৫) ঋণ প্রাপ্তি সহজলভ্যতা ও ব্যবসায়িক উদ্যোগ বিকাশের লক্ষ্যে বিশ্ব ব্যাঙ্কের সহায়তায় ট্রেসপ প্রকল্পের অধীনে উৎপাদক গোষ্ঠী (প্রডিউসার্স গ্রুপ), পশুসখি এবং ব্যবসায়িক পরিকল্পনা উন্নয়নের জন্য সুদের উপর ভর্তুকি, কিষাণ ক্রেডিট কার্ড ও সক্ষমতা বিকাশের মাধ্যমে ঋণ প্রাপ্তি সহজলভ্যতা ও এন্ট্রোপ্রেনিওরশিপের বিকাশ সুনিশ্চিত হয়েছে। ট্রেসপ প্রকল্পের অধীনে ৭৬৮টি প্রডিউসার গ্রুপ গঠিত হয়েছে এবং ৩ হাজার ৭৬৫ জন পিগারি ও গোটারির বেনিফিসিয়ারি এবং ২৯৬ জন পশুসখিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

৩৬) রাজ্যে দুধ উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে মোহনপুর মহকুমার বামুটিয়া আর.ডি. ব্লকে চল্লিশ হাজার লিটার ক্ষমতা সম্পন্ন দুগ্ধ প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট স্থাপন করা হয়েছে। এছাড়া দুগ্ধ উৎপাদকদের কাছ থেকে বিশুদ্ধ দুধ সংগ্রহের জন্য ২০টি নতুন ডেয়ারি কো-অপারেটিভ সোসাইটি (ডি.সি.এস.) গঠন করা হয়েছে। ২০২৩-২৪ সালের সুমারির রিপোর্ট অনুযায়ী মোট ২ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ৩১০ মেট্রিকটন দুধ উৎপাদিত হয়েছে এবং দৈনিক মাথাপিছু দুধের প্রাপ্তির পরিমাণ ১৬৩.৩৮ গ্রাম। বিভিন্ন দুগ্ধ সমবায় সমিতির মধ্যে ৩৪টি ইনস্টেন্ট মিল্ক চিলার বিতরণ করা হয়েছে।

৩৭) পশু চিকিৎসা পরিকাঠামো আরও শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে আর.আই.ডি.এফ.-এর অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৭টি ভেটেরিনারি সাবসেন্টার, ১০টি ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি, ৩টি ভেটেরিনারি হাসপাতাল এবং চারটি জেলা ভেটেরিনারি মেডিসিন স্টোর নির্মিত হয়েছে। ত্রিপুরা ভেটেরিনারি কলেজের ভার্টিকেল এক্সটেশনের কাজও গ্রহণ করা হয়েছে।

৩৮) এম.এম.ভি.ইউ. (মিনি মোবাইল ভেটেরিনারি ইউনিট)-এর অধীনে ৫০টি মিনি মোবাইল ভ্যান ক্রয় করা হয়েছে এবং এগুলি আগামী অর্থবছর থেকে সব ব্লকে চালু করা হবে।

৩৯) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি অভয়নগর রাজ্য পশু চিকিৎসালয়ে একটি অ্যানিমেল / পেট ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট ও ব্লাড ব্যাঙ্ক স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি, যার

জন্য ১ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৪০) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৮টি ভেটেরিনারি ডিসপেনসারি, ২৬টি ভেটেরিনারি সাবসেন্টার, চারটি ভেটেরিনারি হাসপাতাল, ২টি ডিজিস ইনভেস্টিগেশন ল্যাবরেটরি, ১টি লিকুয়িড নাইট্রোজেন প্ল্যান্ট এবং একটি আর্টিফিশিয়াল ইনসিমিনেশন ট্রেনিং সেন্টার নির্মাণ করা হবে।

৪১) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে গবাদি পশু ও পাখির খাদ্যের গুণমান পরীক্ষা করার জন্য একটি খাদ্য বিশ্লেষণ পরীক্ষাগার স্থাপন করা হবে, যার জন্য ২ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

মৎস্য :

৪২) ত্রিপুরাকে মাছ উৎপাদন এবং মাছের পোনা উৎপাদনে স্বনির্ভর করে তুলতে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যগুলির মধ্যে মাছ উৎপাদনে আমাদের রাজ্য দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছে।

৪৩) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মুখ্যমন্ত্রী মৎস্য বিকাশ যোজনার অধীনে ১৪ হাজার চারশো ১৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করা হয়েছে এবং এই খাতে ৬ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। রাজ্য সরকার অব্যবহৃত জলাশয়সমূহে মৎস্যচাষ চালু করার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ৯২ হেক্টর অব্যবহৃত জলাশয় মৎস্যচাষের উপযোগী করার জন্য প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যে চার কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

৪৪) সর্বমোট ১ লক্ষ ১০ হাজার ৫৬৯ জন মৎস্যচাষিকে গ্রুপ এক্সিডেন্ট ইন্স্যুরেন্স প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। সরকারের বিভিন্ন সুবিধা প্রদান সুনিশ্চিত করতে ১ লক্ষ ১ হাজার ২৬৬ জন মৎস্যচাষিকে ন্যাশনাল ফিসারিজ ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধীকরণ করা হয়েছে। আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্যচাষ প্রশিক্ষণের জন্য ১৪ হাজার ৯০৫ জন মৎস্যচাষিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ১৫০টি উৎপাদক গোষ্ঠীকে (প্রডিউসার্স গ্রুপ) প্রশিক্ষিত করা হয়েছে এবং ২২ জন মৎস্যসখিকে পশ্চিমবঙ্গে এক্সপোজার ভিজিটে পাঠানো হয়েছে।

৪৫) ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে মৎস্য সচেতনতা ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা হচ্ছে, যার জন্য ৮ কোটি ৩৮ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধার্য করা হয়েছে।

৪৬) প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা (পি.এম.এম.এস.ওয়াই.)-এর অধীনে ১০৫.৬২ হেক্টর নতুন জলাশয় তৈরি করা হয়েছে, এতে ব্যয় হয়েছে ৩ কোটি টাকা। এছাড়া মাছের পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে ৮টি হ্যাচারি নির্মাণ করা হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ২ কোটি টাকা। ডম্বুর জলাধারের ৯৮৯ জন মৎস্যজীবীকে মৎস্য আহরণে নিষেধাজ্ঞাকালীন সময়ে জীবিকা ও পুষ্টি সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় হয়েছে ২৯ লক্ষ ৬৭ হাজার টাকা।

৪৭) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি প্রস্তাব করছি যে, আগরতলার গোর্খাবস্তিতে

একটি ত্রিপুরা রাজ্য মৎস্য সচেতনতা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে, যার জন্য ১২ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হবে।

৪৮) এছাড়া কুমারঘাট, কমলপুর, সাব্রুম ও বিলোনীয়াতে মৎস্যচাষ জ্ঞান কেন্দ্র স্থাপনের প্রস্তাব রয়েছে, যার জন্য চার কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

শিক্ষা :

৪৯) রাজ্য সরকার বুনিয়াদিস্তরে শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং সমাজের সব শ্রেণির শিশুদের জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা নিশ্চিত করতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। সমগ্র শিক্ষা অভিযানের অধীনে ১২৫টি নতুন শ্রেণিকক্ষ নির্মাণ করা হয়েছে এবং ৩৪৫টি পুরোনো শ্রেণিকক্ষ সংস্কার করা হয়েছে। পাশাপাশি ১ হাজার ৫৬টি ছাত্রছাত্রীদের শৌচাগার নির্মাণ এবং ৪ হাজার ২৩৮টি নিরাপদ পানীয়জলের সংস্থান করা হয়েছে, যার ফলে একটি শিশুবান্ধব ও নিরাপদ শিক্ষার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

৫০) শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ৬ হাজার ২০০ জন শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ২ হাজার ১৫০টি ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ স্মার্ট বোর্ড ও ই-লার্নিং উপকরণ দিয়ে সরঞ্জাম যুক্ত করা হয়েছে। পি.এম. পোষণ প্রকল্পের আওতায় ৪ লক্ষ ১০ হাজার জন ছাত্রছাত্রীকে পুষ্টিকর মধ্যাহ্ন আহার প্রদান করা হয়েছে, যা বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি বাড়াতে এবং শিশু কিশোরদের পুষ্টি সুনিশ্চিত করতে সহায়তা করেছে। বুনিয়াদি স্তরে সাক্ষরতা ও গাণিতিক সক্ষমতা কর্মসূচি রাজ্যের সব স্কুলে ১০০ শতাংশ বাস্তবায়ন হয়েছে, যা জাতীয় শিক্ষানীতির লক্ষ্যপূরণের পথে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে। এই অর্জনগুলি প্রমাণ করে যে, বর্তমান সরকার ত্রিপুরায় একটি শক্তিশালী, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও গুণগতমান সম্পন্ন প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ, যাতে প্রতিটি শিশু তার সম্ভাবনার বিকাশে যথাযথ সুযোগ পায়।

৫১) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নবম শ্রেণির ৪১ হাজার ৮০০ জন ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণ করা হচ্ছে, যাতে তাদের বিদ্যালয়ে যাতায়ত সহজ হয় এবং বিদ্যালয়ে উপস্থিতির হার বাড়ে। সি.এম. সাথ (স্কলারশিপ ফর অ্যাচিভার্স টুয়ার্ডস হায়ার লার্নিং) প্রকল্পের অধীনে ২০০ জন শিক্ষার্থীদের প্রত্যেককে মাথাপিছু ৬০ হাজার টাকা করে বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী বার্ষিক একাডেমিক উৎকর্ষ পুরস্কার কর্মসূচির অধীনে ২৫০ জন শিক্ষার্থীকে ট্যাবলেট প্রদান করা হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশ ও ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস কর্মীদের সন্তানদের জন্য মুখ্যমন্ত্রী মেধা পুরস্কারের অধীনে ৩৫ জন শিক্ষার্থীকে সম্মানিত করা হয়েছে।

৫২) নিপুণ ত্রিপুরা মিশনের অধীনে চার হাজার ৩৮৩টি বিদ্যালয়ে নিপুণ কর্নার স্থাপন করা হয়েছে, যার উদ্দেশ্য শিক্ষাকে আরও কার্যভিত্তিক করা এবং শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি বাড়ানো। নিপুণ ত্রিপুরা বাস্তবায়নের জন্য প্রায় ১০ হাজার ১৮২ জন প্রাথমিক

শিক্ষককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ বর্ষে আরও চুয়াল্লিশটি স্কুলে প্রাকপ্রাথমিক ইউনিট যুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যে এখন ২৩৬টি প্রাকপ্রাথমিক ইউনিট সমন্বিত স্কুল রয়েছে এবং এই স্কুলগুলিতে সর্বমোট ১৩ হাজার ৫৪৯ জন শিশু ভর্তি হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ধলাই জেলায় ৪৫ হাজার ৮৫১ জন শিক্ষার্থীর জন্য সকালে পুষ্টিকর জল খাবার চালু করা হয়েছে। (মর্নিং নিউট্রিশান / ব্রেকফাস্ট)।

৫৩) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আরও ৪৬টি প্রাকপ্রাথমিক ইউনিট যুক্ত করা হবে, যাতে ছোট শিশুদের শিক্ষার সুযোগ আরও সম্প্রসারিত হয়। এছাড়া ৭৯ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি নতুন স্কুল ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

৫৪) RIDF-এর অধীনে ৭৯ কোটি ৬৩ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ১২টি উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয় পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব করছি।

৫৫) আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, ১৪টি উচ্চবিদ্যালয় ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বাউন্ডারি ওয়াল নির্মাণ করা হবে, এবং এর জন্য ১১ কোটি ৫৯ লক্ষ টাকার ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

উচ্চশিক্ষা :

৫৬) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার নলছড়ে একটি নতুন মহিলা মহাবিদ্যালয়ের স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে তার একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হবে। এছাড়া একটি বেসরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী ওপেন ইউনিভার্সিটি ইতিমধ্যেই গত সেশন থেকে তার শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছে। ইন্সটিটিউট অব অ্যাডভান্স স্টাডিস ইন এডুকেশন (আই.এ.এস.ই., কুঞ্জবন) এবং কলেজ অব টিচার্স এডুকেশনে (সি.টি.ই.) কুমারঘাটে ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে সাধারণ ডিগ্রি কোর্স চালু করা হয়েছে, যার লক্ষ্য হচ্ছে এসব প্রতিষ্ঠানগুলিকে বহুমুখী (মাল্টি ডিসিপ্লিনারি) প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা। তাছাড়া আমবাসা, কাকড়াবন ও করবুকে নবনির্মিত তিনটি সরকারি ডিগ্রি কলেজে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়েছে। গন্ডাতুইসা সরকারি মহাবিদ্যালয়ে ৫০ আসন বিশিষ্ট মেয়েদের হোস্টেল নির্মাণের কাজ চলছে। ন্যাশনাল ল' ইউনির্ভাসিটি ত্রিপুরার একাডেমিক ও প্রশাসনিক ভবন এবং হোস্টেল নির্মাণ, ত্রিপুরা ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি (টি.আই.টি.) তার নতুন পরিকাঠামো এবং এম.বি.বি. কলেজ ও নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয় ও উদয়পুরে নেতাজি সুভাষ মহাবিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ভবন নির্মাণ কাজ অগ্রগতির পথে। আই.এ.এস.ই. কুঞ্জবন, আগরতলা প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবনের দ্বিতীয় তল নির্মাণের কাজ বর্তমানে চালু রয়েছে।

৫৭) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকারি টেকনিক্যাল ইউনিভার্সিটি এবং ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট উইম্যান্স ইউনিভার্সিটি স্থাপন করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৫৮) আমি আরও প্রস্তাব করছি যে, বিলোনীয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাবিদ্যালয়, করবুকে নতুন সরকারি ডিগ্রি কলেজ এবং আগরতলার রামঠাকুর কলেজে

নতুন একাডেমিক ভবন এবং পুরাতন আগরতলা সরকারি মহাবিদ্যালয়ের নতুন একাডেমিক ভবন নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ১৩৮ কোটি বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

৫৯) এছাড়া রামঠাকুর মহাবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে ১ হাজার আসন বিশিষ্ট একটি অডিটোরিয়াম নির্মাণের প্রস্তাব করছি, যার জন্য ৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া :

৬০) গত কয়েক বছরে রাজ্যের ক্রীড়া পরিকাঠামোতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে এবং আমাদের রাজ্যের ক্রীড়াবিদরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করে রাজ্যের সুনাম বৃদ্ধি করছে।

৬১) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে তেলিয়ামুড়াতে ইন্ডোর স্পোর্টস হল নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২০টি ওপেন জিমন্যাসিয়াম স্থাপন করা হয়েছে। নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল কোচিং সেন্টার আগরতলাতে একটি বাস্কেট বল কোর্ট নির্মিত হয়েছে। এছাড়া বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্পোর্টস কমপ্লেক্সে সিন্থেটিক ফুটবল টার্ফ স্থাপন করা হয়েছে।

৬২) আমি এই মহতী সভাকে অত্যন্ত আনন্দের সাথে জানাতে চাই যে, আমাদের ছেলেমেয়েরা ৬৯তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে অংশগ্রহণ করে জিমন্যাস্টিক্সে ৯টি, জুডোতে ৩টি, যোগায় ২টি, কুরাশে ৬টি, থাং-তায় ২টি পদক অর্জন করেছে।

৬৩) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে বিভিন্ন জাতীয় প্রতিযোগিতায় আমাদের ক্রীড়াবিদরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন। পুনেতে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ শ্রীমতি শ্রীপর্ণা দেবনাথ ৪টি স্বর্ণপদক অর্জন করেছেন। প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিত সাবজুনিয়র ন্যাশনাল জিমন্যাস্টিকস চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-এ শ্রীমতি শ্রেয়াংশী রায় ১টি রৌপ্য ও ২টি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করে রাজ্যের নাম উজ্জ্বল করেছে। পশ্চিমবঙ্গে অনুষ্ঠিত জুনিয়র ন্যাশনাল জুডো চ্যাম্পিয়নশিপ ২০২৫-২৬-এ শ্রী রিকসন দেববর্মা একটি ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন।

৬৪) রাজ্য সরকার খেলো ত্রিপুরা প্যারা গেমসের তৃতীয় সংস্করণ আয়োজন করেছে, যেখানে চার শতাধিক প্যারা অ্যাথলিট বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন রাজ্য সরকারের আর্থিক সহায়তায় ১৮টি ক্রীড়া শাখার ত্রিপুরা স্টেট গেমস আয়োজন করেছে।

৬৫) আমি প্রস্তাব করছি যে, আগরতলায় অবস্থিত নেতাজি সুভাষ রিজিওন্যাল কোচিং সেন্টারে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি নতুন ইন্ডোর জিমন্যাসিয়াম হল নির্মাণ করা হবে এবং রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে ২০টি ওপেন জিমন্যাসিয়াম স্থাপন করা হবে, যার জন্য ২ কোটি ব্যয় ধার্য করা হয়েছে।

৬৬) বাধারঘাটস্থিত দশরথ দেব স্টেট স্পোর্টস কমপ্লেক্সে ৩০ হাজার আসন বিশিষ্ট গ্যালারি নির্মাণ করা হবে এবং এর জন্য ৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে।

ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা :

৬৭) ককবরক এবং অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষার সংরক্ষণ ও বিকাশ একাডেমিক পড়াশোনার ক্ষেত্রটি শক্তিশালীকরণের উপর রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার ককবরক এবং অন্যান্য ৭টি সংখ্যালঘু ভাষার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ককবরক ভাষার জন্য প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত একটি সুশৃঙ্খল ও সময়োপযোগী পাঠক্রম এবং পাঠ্যপুস্তক প্রস্তুত করা হয়েছে। তাছাড়া বিভিন্ন সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। তৎসঙ্গে ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষায় বিভিন্ন সাহিত্য গ্রন্থ প্রকাশেরও উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ককবরকে অফলাইন ও অনলাইন শিক্ষা কোর্স পরিচালনার জন্য শিশু বিহার উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং ককবরক ও অন্যান্য সংখ্যালঘু ভাষা ডিরেক্টরেটে ডিজিটাল শ্রেণিকক্ষ স্থাপন করা হয়েছে। গারো, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী ও মণিপুরী প্রভৃতি সংখ্যালঘু ভাষার পাঠ্যপুস্তক পর্যালোচনা ও পাঠ্যক্রম উন্নীতকরণের কাজ চলছে। বিভিন্ন সংখ্যালঘু ভাষায় ক্ষুদ্র গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আই.এম.এ.-এ (মাদার'এর মণিপুরী অনুবাদ) এবং জো তাওয়াং গ্রামারের মতো বই প্রকাশিত হয়েছে। পাশাপাশি ককবরক, কুকি, মিজো, চাকমা, মণিপুরী এবং বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরীতেও বেশ কিছু বই প্রকাশের কাজ চলছে।

৬৮) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, গারো, হালাম, কুকি, মিজো ও মগ ভাষায় জাতীয় ও রাজ্যস্তরীয় সেমিনার আয়োজন করা হবে। ককবরক, মণিপুরী, চাকমা, গারো, হালাম এবং মগ ইত্যাদি ভাষায় বিশেষ জ্ঞান সম্পন্ন শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তাছাড়া গারো ভাষার অভিধান, গারো ভাষায় কবিতার বই, মণিপুরী সাহিত্য গ্রন্থ, কুকি ও মিজো ভাষায় সাহিত্য গ্রন্থ, চাকমা ভাষায় কবিতার বই, চাকমা অভিধান, হালাম সাহিত্য সাময়িকী, মগ সাহিত্য গ্রন্থ ও সাহিত্য সাময়িকী প্রকাশিত হবে।

স্বাস্থ্য পরিষেবা :

৬৯) স্বাস্থ্য পরিষেবা আমাদের সরকারের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকারের বিষয়। রাজ্য সরকার রাজ্যের সকল জনগণের জন্য মানসম্মত সাশ্রয়ী ও সর্বজনীন স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করতে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। আধুনিক চিকিৎসা পরিকাঠামোর উন্নয়নের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করা হচ্ছে।

৭০) আগরতলাস্থিত গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে (জিবিপি হাসাপতালে) মা ও শিশুর জন্য নিবেদিত স্বাস্থ্য ইউনিট, ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক, সংক্রামক রোগ ব্লক এবং বিশেষ ওয়ার্ড নির্মাণের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে। আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এ.জি.এম.সি.)-তে ব্লাড ট্রান্সফিউশন বিভাগ চালু করা হয়েছে। সুপার স্পেশালিটি ব্লকে ক্যাথল্যাব স্থাপনের কাজ চলছে। এখন পর্যন্ত সফলভাবে ৫টি কিডনি প্রতিস্থাপন সম্পন্ন হয়েছে। স্বাস্থ্য পরিষেবার মানোন্নয়নের জন্য অখিল ভারতীয়

আয়ুর্বিজ্ঞান সংস্থান (এইমস) নয়াদিল্লির সাথে এ.জি.এম.সি. জি.বি.পি. হাসপাতালের মধ্যে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

৭১) ধলাই ও গোমতী জেলার জেলা হাসপাতালগুলিতে নতুন কার্ডিয়াক কেয়ার ইউনিট (সি.সি.ইউ.) স্থাপন করা হয়েছে।

৭২) ধলাই, উত্তর ত্রিপুরা ও গোমতী জেলা হাসপাতালে ডে কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার চালু হয়েছে, যেখানে ক্যামো থেরাপি ও সহায়ক অনকোলজি পরিষেবা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়া সাব্রুমে ইন্টিগ্রেটেড আয়ুষ হসপিটাল চালু করা হয়েছে, যা সাশ্রয়ী এবং সার্বিক ও প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করছে।

৭৩) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার (এ.বি.-পি.এম.জে.এ.ওয়াই.) আওতায় ১ লক্ষ ১৪ হাজার ১৩২ জন রোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা পেয়েছেন। এছাড়া চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনার অধীনে ৪৩ হাজার ৯৭৫ জন রোগী ক্যাশলেস চিকিৎসার সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

৭৪) ২০২৬ সালের জানুয়ারি মাসে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযান চালু করা হয়েছে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে ত্রিশোর্ধ্ব নাগরিকদের ডায়াবেটিস, উচ্চরক্তচাপ, মুখের ক্যান্সার, স্তন ক্যান্সার, জরায়ু মুখে ক্যান্সার, নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার, ক্রমিক কিডনি রোগ, ক্রনিক অবস্ট্রাকটিভ পালমোনারি ডিজিস, হার্ট অ্যাটাক (মায়োকার্ডিয়াল ইনফার্কশন) এবং স্ট্রোক / সেরিব্রোভাস্কুলার দুর্ঘটনার জন্য স্ক্রিনিং, ডায়াগনস্টিক পরিষেবা ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা হয়েছে।

৭৫) রাজ্যের মোট ১ হাজার ১৩৯টি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মধ্যে ৫২৮টি স্বাস্থ্যকেন্দ্র (৪৬.৩৬ শতাংশ) ন্যাশনাল কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স স্ট্যান্ডার্ডস (এনকোয়াস)-এর অধীনে স্বীকৃতি লাভ করেছে, যা সারা দেশের মধ্যে অন্যতম সর্বোচ্চ অর্জন।

৭৬) আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মহোদয় বিগত ২৮ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ ইং তারিখে জরায়ু মুখের ক্যান্সার প্রতিরোধে এইচ.পি.ভি. ভ্যাকসিনেশন ক্যাম্পেইন চালু করেছেন। এই অভিযানের আওতায় ত্রিপুরাতে ১৪ বছর বয়সী ১৭ হাজার ৫০০ জন কিশোরীকে বিনামূল্যে এইচ.পি.ভি. টিকা প্রদান করা হচ্ছে।

৭৭) ২০২৫-২৬ সালে টি.বি. মুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে ১০০ দিনের কর্মসূচিতে অসাধারণ পারফরমেন্সের জন্য আমাদের রাজ্য প্রশংসিত হয়েছে।

৭৮) এইচ.আই.ভি. / এইডস প্রতিরোধ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য ১১টি অতিরিক্ত টার্গেটেড ইন্টারভেনশন অ্যান্ড লিংক ওয়ার্কার স্কিম এন.জি.ও. অনুমোদন করা হয়েছে এবং দূরবর্তী দুর্গম এলাকায় এইচ.আই.ভি. পরীক্ষার সুবিধা সুনিশ্চিত করতে ৬টি মোবাইল ভ্যান সরবরাহ করা হয়েছে।

৭৯) পাশাপাশি সকল কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ওরাল সাবস্টিটিউশন থেরাপি চালু করা হবে এবং সব জেলা ও মহকুমা হাসপাতালে অ্যান্টি রেট্রোভাইরাল থেরাপি (এ.আর.টি.) পরিষেবা শুরু করা হবে।

৮০) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে (i) ধলাই জেলা হাসপাতালে একটি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ব্লক স্থাপন করা হবে।

(ii) তেলিয়ামুড়া, খোয়াই ও বিশ্রামগঞ্জে ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হবে,

যাতে দুর্ঘটনাজনিত ও জরুরিকালীন রোগীদের দ্রুত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করা যায়।

(iii) এছাড়া জেলা ও মহকুমা হাসপাতালগুলিতে মেটারনেল অ্যান্ড চাইল্ড হেলথ উইং স্থাপন করা হবে, যার মাধ্যমে মা ও শিশুর জন্য উন্নত ও বিশেষায়িত স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করা হবে।

(iv) আগরতলা গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ (এ.জি.এম.সি.) এবং গোবিন্দ বল্লভ পন্থ হাসপাতালে একটি জিরিয়াট্রিক (বয়স্ক চিকিৎসা) ও ডায়াবেটিক কেয়ার ইউনিট স্থাপন করা হবে।

(v) গোমতী জেলার কালাঝাড়িতে একটি নতুন প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (পি.এইচ.সি.) নির্মাণ করা হবে।

(vi) তাছাড়া ২০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৯টি কমিউনিটি হেলথ সেন্টারের ভার্টিক্যাল এক্সটেনশন করা হবে।

(vii) রাণীরবাজার ও পেঁচারথলের প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রদ্বয়কে উন্নীত করে কমিউনিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (সি.এইচ.সি.) পরিণত করা হবে।

(viii) এ.জি.এম.সি. ও জি.বি.পি. হাসপাতালে একটি সমন্বিত কম্প্রিহেনসিভ ডে কেয়ার হিমোফিলিয়া ও থ্যালাসেমিয়া ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

(ix) এছাড়া ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে একটি ক্যান্সার ডায়াগনস্টিক অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কেন্দ্র স্থাপন করা হবে।

(x) সুপ্রজা (SUPRAJA) নামে একটি নতুন উদ্যোগ চালু করা হবে, যার মাধ্যমে আয়ুষ পদ্ধতিতে মাতৃ ও নবজাত স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদান করা হবে। এই কর্মসূচিটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে শান্তিরবাজার হাসপাতাল ও ধর্মনগর হাসপাতালে শুরু করা হবে।

৮১) আমি আনন্দের সাথে আরও জানাতে চাই যে, রাজ্য সরকার গোমতী জেলায় একটি আয়ুর্বেদিক মেডিক্যাল কলেজ এবং আগরতলাস্থিত নেতাজি সুভাষ রাজ্য হোমিওপ্যাথি হসপিটালে একটি হোমিওপ্যাথিক মেডিক্যাল কলেজ স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই কলেজগুলিতে বছরে ৬০ জন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে। এই লক্ষ্যে ভারত সরকারের আয়ুষ মন্ত্রক ১৪০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। কলেজগুলি আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে কার্যক্রম শুরু করবে। তাছাড়া ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য বিজ্ঞান শিক্ষার স্বার্থে ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি অব হেলথ সায়েন্সেস স্থাপন করা হবে।

খাদ্য, জনসংভরণ ও ভোক্তা বিষয়ক :

৮২) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যে প্রধানমন্ত্রী গরিব কল্যাণ অন্ন যোজনার আওতায় প্রায় ১.০৬ লক্ষ মেট্রিকটন চাল অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারসমূহে (প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড) এবং অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (এ.এ.ওয়াই.) উপভোক্তাদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। এতে ভর্তুকি বাবদ প্রায় ৪৪৪ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। রাজ্যের ২ হাজার ৭২টি ন্যায্যমূল্যের দোকানে ব্যবহৃত ই-পস মেশিনসমূহকে আধুনিক এনড্রয়েড

ভিত্তিক ব্যবহারবান্ধব ডিভাইসে উন্নীত করা হয়েছে, যার ফলে গণবন্টন পরিষেবা আরও দক্ষ ও ভোক্তা বান্ধব হয়েছে।

৮৩) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে স্মার্ট পি.ডি.এস. অর্থাৎ মর্ডানাইজেশন অ্যান্ড রিফর্মস থ্রু টেকনোলজি ইন পাবলিক ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম প্রকল্পের অধীনে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের গণবন্টন ব্যবস্থাপনায় স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা বৃদ্ধি করা হবে। ন্যায্যমূল্যের দোকানগুলিতে ইলেকট্রনিক ওজন পরিমাপক যন্ত্র স্থাপন করা হবে এবং তা ই-পস সিস্টেমের সঙ্গে সংযুক্ত থাকবে, যাতে করে সঠিক ওজন সুনিশ্চিত করা যায়।

জনজাতি কল্যাণ :

৮৪) রাজ্য সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জনজাতি সম্প্রদায়ের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পাশাপাশি শিক্ষা ও জীবিকার মানোন্নয়নে ধারাবাহিকভাবে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করছে।

৮৫) চিফ মিনিস্টার্স ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশনের অধীনে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। এরমধ্যে রয়েছে ৫০০টি বৈদ্যুতিক অটোরিক্সা বিতরণ, ৩০ হাজার জন জনজাতি মহিলা তাঁতিকে সুতা প্রদান এবং ৫০টি সরকারি জনজাতি হোস্টেলে সমন্বিত সৌরবিদ্যুতায়ন ও সৌরজল বিশুদ্ধকরণ প্ল্যান্ট স্থাপন। এই উদ্যোগসমূহের মাধ্যমে জনজাতীয় জনগোষ্ঠীসমূহের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন, শিক্ষা ও জীবিকার সুযোগ বৃদ্ধি এবং ত্রিপুরা সমৃদ্ধ জনজাতীয় সংস্কৃতি সংরক্ষণ সুনিশ্চিত করার প্রচেষ্টা নেওয়া হয়েছে।

৮৬) মুখ্যমন্ত্রী জনজাতি বিকাশ যোজনার আওতায় প্রায়োরিটি গ্রুপ / অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার অন্তর্গত পরিবারের ২,১০৯ জন জনজাতি সুবিধাভোগীদের আয়-উৎপাদন ও জীবিকার সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধির জন্য আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকার সম্প্রতি সমাজপতিদের সম্মানীভাতার পরিমাণ প্রতি মাসে ২ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫ হাজার টাকা করেছে। পাশাপাশি সরকারি কর্মচারী ও সরকারি পেনশনভোগী সমাজপতিদেরও এই সম্মানীভাতা প্রদান করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

৮৭) পি.এম.-জনমন'র সফল বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরা রাজ্য ৩টি মর্যাদাপূর্ণ জাতীয় পুরস্কার অর্জন করেছে, তার মধ্যে হলো বেস্ট পারফরমিং স্টেট, আদি কর্মযোগী অভিযান এবং ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযানে সেরা রাজ্যের স্বীকৃতি। এছাড়াও উত্তর ত্রিপুরা জেলা, পি.এম. জনমন বাস্তবায়নে সেরা পারফরমিং ডিস্ট্রিক্ট হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

৮৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ৪০৭টি জনজাতি হোস্টেলে বসবাসকারী ৩৩ হাজার ৬৩৫ জন ছাত্রছাত্রীকে বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড প্রদান করেছে। ছাত্রাবাসে বসবাসকারী শিক্ষার্থীদের খাদ্যের মান উন্নত করার লক্ষ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী বোর্ডিং ভাতা প্রতিদিন প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৮০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০০ টাকা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন, যা ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাস থেকে কার্যকর হয়েছে। এই

বর্ধিত হারে বছরে প্রায় ১২২ কোটি টাকা ব্যয় হবে। প্রাকপ্রাথমিক বৃত্তি (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি) পেয়েছে ১৭ হাজার ৬৪৬ জন জনজাতি শিক্ষার্থী। নবম ও দশম শ্রেণির ১২ হাজার ৩৬ জন শিক্ষার্থীকে প্রাক প্রাথমিক বৃত্তি এবং ৩২ হাজার ৩০৭ জন শিক্ষার্থীকে উচ্চমাধ্যমিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ৬ হাজার ৮০৪ জন শিক্ষার্থীকে মেধা পুরস্কার এবং ৭৪৬ জন জনজাতি শিক্ষার্থীকে এককালীন আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া বিনামূল্যে পাঠ্যবই প্রকল্পের আওতায় ১১ হাজার ৩৭০ জন জনজাতি শিক্ষার্থী আর্থিক সাহায্য পেয়েছে। ৪০৮টি কেন্দ্রের মাধ্যমে ১০ হাজার ১২২ জন জনজাতি আবাসিক ছাত্রছাত্রীকে বিশেষ কোচিং এবং প্রাথমিক স্তরের পরিপূরক শিক্ষার অধীনে ৯ হাজার ৮৬০ জন শিক্ষার্থীকে কোচিং প্রদান করা হয়েছে। রাজ্যের ১০০টি জনজাতি হোস্টেলে স্মার্ট ক্লাস স্থাপন করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুলের উদ্বোধন করা হয়েছে এবং কার্যক্রম শুরু করেছে।

৮৯) জুমচাষ সাহায্য প্রকল্পের অধীনে ২ হাজার ১৫৩টি চিরাচরিত জুমিয়া পরিবারকে জুমচাষের বীজ সরবরাহ করা হয়েছে। চিফ মিনিস্টার্স রাবার মিশনের মাধ্যমে ৮০৬ জন বেনিফিসিয়ারির জন্য মোট ২২০০০.০৯ হেক্টর নতুন রাবার বাগান স্থাপন করা হয়েছে। দেশের বৃহত্তম জনজাতি ক্ষমতায়ন কর্মসূচি, ভারত সরকার প্রবর্তিত ধরতি আবা জনভাগীদারি অভিযান, যা উত্তর পূর্বাঞ্চলে একটি মডেল হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। ত্রিপুরায় ৪ হাজার ৩৬টি স্যাচুরেশন ক্যাম্প আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১২.৭ লক্ষেরও বেশি জনজাতি নাগরিক উপকৃত হয়েছেন। এই কর্মসূচির মাধ্যমে পরিচয়পত্র আর্থিক অন্তর্ভুক্তি, স্বাস্থ্যসেবা ও বিভিন্ন কল্যাণমূলক সুবিধা নিশ্চিত করা হয়েছে। প্রতিটি জেলায় একজন মন্ত্রীকে প্রভারী হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যার মাধ্যমে কার্যকরী বাস্তবায়ন সুনিশ্চিত হবে। গত ২০২৪ সালের ২ অক্টোবর ধরতি আবা জনজাতীয় গ্রাম উৎকর্ষ অভিযান চালু হয়েছে, এটি রাজ্যের ৮টি জেলার ৫২টি ব্লকের ৩৯২টি জনজাতি গ্রামে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ২০টি লাইন ডিপার্টমেন্টের সমন্বয়ে এই কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন যেমন হোস্টেল নির্মাণ ও সংস্কার, জনজাতি বহুমুখী বিপণন কেন্দ্র এবং এফ.আর.এ. সেল স্থাপন ইত্যাদি বিষয়ের জন্য ৮১ কোটি ৬৯ লক্ষ টাকা অনুমোদন হয়েছে। অতিরিক্ত বরাদ্দের জন্য রয়েছে মৎস্যচাষে ১ কোটি ১২ লক্ষ টাকা, উদ্যানপালনে ২ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা, ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র নির্মাণে ১৪ কোটি ২৮ লক্ষ টাকা এবং ৪২ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা দিয়ে ৭ হাজার ৬৭৭টি বাড়ি ও ৫১২টি জনপরিসরে বিদ্যুতায়নের কাজ হবে। এছাড়া ১ লক্ষ ৬৮ হাজার ৯৭৩টি জনজাতি পরিবারকে আয়ুষ্মান ভারত প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় আনা হয়েছে এবং ৫৯টি ডি.এ.-জে.জি.ইউ.এ. গ্রামে বি.এস.এন.এল.-এর মাধ্যমে মোবাইল সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

৯০) আদি কর্মযোগী অভিযানের অঙ্গ হিসেবে রাজ্য জেলা ও ব্লক স্তরে প্রসেস ল্যাবের মাধ্যমে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে। ৩৯২টি জনজাতি অধ্যুষিত গ্রামে আদি সেবাকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে এবং প্রতিটি গ্রামের জন্য ভিলেজ ভিশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে।

৯১) ত্রিপুরা রুর‍্যাল ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড সার্ভিস ডেলিভারি প্রজেক্ট (ট্রেসপ)-এর অধীনে ৩৫টি রাস্তার নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে। এখন পর্যন্ত ১ হাজার ৫৮২টি উৎপাদক গোষ্ঠী (প্রডিউসার্স গ্রুপ), ৫৬টি ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন গঠন করা হয়েছে এবং ৮৩৮ জন কমিউনিটি ক্যাডার চিহ্নিত করা হয়েছে। এছাড়া ছাত্রদের জন্য প্রথম রাউন্ড স্টেট লেভেল অ্যাচিভমেন্ট সার্ভে এবং শিক্ষকদের জন্য ত্রিপুরা টিচার্স অ্যাপটিচিউড সার্ভে সফলভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।

৯২) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মিশন বাৎসল্যের অধীনে জুভেনাইল জাস্টিস ফান্ড থেকে ৩৬ জন শিশুকে চিকিৎসা ও শিক্ষা সহায়তা বাবদ আর্থিক অনুদান প্রদান করা হয়েছে, এতে মোট ৩৪ লক্ষ ১৩ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯৩) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উপজাতি এলাকা স্বশাসিত জেলা পরিষদের (TTAADC) জন্য মোট ৯১৪ কোটি ৮২ লক্ষ টাকা প্রদান করবে। তাছাড়া এই বরাদ্দের বাইরেও টি.টি.এ.এ.ডি.সি.-র সার্বিক পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য আর.আই.ডি.এফ. ও SASCI-র অধীনে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ থাকবে। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যান অর্থাৎ টি.এস.পি.র আওতায় মোট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৭৫৪২.০৬ কোটি টাকা, যা রাজ্যের মোট উন্নয়ন খাতের ব্যয়ের প্রায় ৩৯.৩৯ শতাংশ। ট্রাইবেল সাবপ্ল্যানের আওতাভুক্ত অধিকাংশ অর্থরাশি টি.টি.এ.এ.ডি.সি. এলাকায় ব্যয়িত হবে।

৯৪) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে জনজাতি উন্নয়নের জন্য ২টি ট্রাইবেল মাল্টিপারপাস মার্কেটিং সেন্টার স্থাপন করা হবে, যা জনজাতি পণ্যের সংগ্রহ, মূল্য সংযোজন ও বিপণনের জন্য সমন্বিত কেন্দ্র হিসেবে কাজ করবে এবং দীর্ঘমেয়াদি আর্থসামাজিক উন্নয়ন ও আয় বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

৯৫) তীর্থমুখ মেলা প্রাঙ্গণের পরিকাঠামোগত উন্নতকরণের কাজ ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সম্পন্ন করা হবে, তার জন্য ১৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হবে। আমি প্রস্তাব করছি যে, ছামনু আর.ডি. ব্লকের মানিকপুরে একটি ট্রাইবেল রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ৫ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। তাছাড়া উদয়পুরের ফুলকুমারিতে আরেকটি ট্রাইবেল রেস্ট হাউস নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ৭ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এছাড়া তেলিয়ামুড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজে সংযুক্ত ৫০ আসন বিশিষ্ট বয়েজ হোস্টেল এবং খোয়াই সরকারি ডিগ্রি কলেজে সংযুক্ত ৫০ আসন বিশিষ্ট জনজাতি বয়েজ হোস্টেল নির্মাণের প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ ত্রিপুরার কালসীতে একটি কৃত্রিম ঘাসযুক্ত ফুটবল মাঠ নির্মাণের জন্য ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

তপশিলি জাতি কল্যাণ :

৯৬) ত্রিপুরার তপশিলি জাতিভুক্ত জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নে আমাদের সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৯৭) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংশ্লিষ্ট বিভাগটি সরাসরি ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণিতে পাঠরত ১৩ হাজার ২৮৫ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রি-মেট্রিক বৃত্তি প্রদান

করেছে এবং এ খাতে ৫৩ লক্ষ ১৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। নবম ও দশম শ্রেণির ৫ হাজার ৭২৫ জন ছাত্রছাত্রীকে ২৪ লক্ষ ৭ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাছাড়া ১০ হাজার ৫২০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ৩২৮ লক্ষ ৩৩ হাজার টাকা ব্যয়ে পোস্টমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি ৬ হাজার ৯ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে ড. বি.আর. আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। তার জন্য ব্যয় হয়েছে চুয়াল্লিশ লক্ষ ২৯ হাজার টাকা। টি.বি.এস.ই. পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম ১০ জনের মধ্যে স্থান অর্জনকারী চার জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া ৪৮০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্রছাত্রীকে প্রথম কিস্তি হিসেবে এককালীন আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। এজন্য ২৪০ লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। বিভিন্ন বিদ্যালয় সংলগ্ন তপশিলি জাতিভুক্ত আবাসিক ৬৪৮ জন বোর্ডারকে মূল বিষয়সমূহে কোচিং দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনার আওতাধীন ১,৪২৮ জন তপশিলি জাতিভুক্ত বেনিফিসিয়ারি পোল্ট্রি ও হাঁস পালনের মাধ্যমে উপকৃত হয়েছেন। তাছাড়া ৫০০ জন তপশিলি জাতিভুক্ত বেনিফিসিয়ারিকে ক্ষুদ্র ব্যবসা (মাছ, শুটকি, সব্জি বিক্রেতা) শুরু করার জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং এ বাবদ ১ কোটি ৫৪ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। পি.এম.-এ.জে.এ.ওয়াই.-এর অধীনে ৭২৫ জন তপশিলি জাতিভুক্ত বেনিফিসিয়ারিদের আয়বৃদ্ধিকারী কাজে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সংক্রান্ত কর্মকান্ডের অধীনে ৪৩টি প্রকল্প কাজ গৃহীত হয়েছে এবং এজন্য ৩১৯ লক্ষ ৭২ হাজার টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এছাড়া আদর্শ গ্রাম সংক্রান্ত কর্মকান্ডের অধীনে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৪৮টি প্রকল্প গৃহীত হয়েছে, যার জন্য ১ কোটি ৭ লক্ষ ২৪ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে।

৯৮) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আনুমানিক ২০ হাজার জন শিক্ষার্থীকে ২ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি (ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণি), আনুমানিক ৭ হাজার ৬৬১ জন শিক্ষার্থীকে ২ কোটি ৭৩ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তার মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি (নবম ও দশম শ্রেণি) প্রদান করা হবে। তাছাড়া প্রায় ২২ হাজার ৫৭ জন শিক্ষার্থীকে ৬৯ কোটি ৫৫ লক্ষ ৮৪ হাজার টাকার আর্থিক সহায়তায় পোস্টমেট্রিক বৃত্তি এবং ৮ হাজার ২০০ জন শিক্ষার্থীকে ড. বি.আর. আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হবে, যার জন্য ৮০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। তাছাড়া ৪৮০ জন শিক্ষার্থীকে ওয়ান টাইম ফিনান্সিয়াল সাপোর্ট প্রদান করা হবে, যার জন্য ২ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। ২ হাজার জন বেনিফিসিয়ারিকে আয়বৃদ্ধিকারী কার্যক্রমের জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, যার জন্য ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী তপশিলি জাতি বিকাশ যোজনার মাধ্যমে প্রায় ১,৪২৮ জন বেনিফিসিয়ারিকে জনপ্রতি ৭ হাজার টাকা হারে পোল্ট্রি ও হাঁস পালনের জন্য সহায়তা প্রদান করা হবে, এর জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১ কোটি টাকা। এছাড়া ৫০০টি দরিদ্র এস.সি. পরিবারকে প্রতি পরিবার পিছু ১০ হাজার টাকা হারে ক্ষুদ্র ব্যবসা শুরু করার জন্য আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে, যার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫০ লক্ষ টাকা।

৯৯) ত্রিপুরা এস.সি. কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড শিক্ষা ঋণ, ব্যবসায়িক ঋণ এবং পরিবহণ খাতে সহজশর্তে ঋণ প্রদানের মাধ্যমে তপশিলি জাতিভুক্ত মানুষের আর্থসামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে।

১০০) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ত্রিপুরা এস.সি. কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের মাধ্যমে ৫১০ জন বেনিফিসিয়ারিকে আনুমানিক ১২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ঋণ প্রদান করা হবে। আমি আরও প্রস্তাব করছি যে ঊনকোটি জেলার ফটিকরায়ে একটি অ্যাওয়ারনেস কাম নলেজ সেন্টার গঠন করা হবে, যার জন্য ৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রয়েছে।

অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ (ওবিসি ওয়েলফেয়ার) :

১০১) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে রাজ্যের ও.বি.সি. ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহিত করতে টি.বি.এস.ই. পরিচালিত মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় প্রথম দশটি স্থানের মধ্যে স্থান অর্জন করা ২৫ জন শিক্ষার্থীকে স্বর্ণপদক প্রদান করা হয়েছে। রাজ্য সরকার বি.এম.এস. পোর্টালের মাধ্যমে ২ হাজার ৪০৭ জন শিক্ষার্থীকে মাথাপিছু ১৫০০ টাকা হারে ড. বি.আর. আম্বেদকর মেরিট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেছে। ২০ হাজার ১৫৪ জন শিক্ষার্থীকে পোস্টমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং এই খাতে ২৮ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে। ২ হাজার ৪১২ জন শিক্ষার্থীকে প্রিমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে এবং এই জন্য ৯৬ লক্ষ ৪৮ হাজার টাকা ব্যয় হয়েছে। ভারত সরকারের সামাজিক ন্যায় ও স্বশক্তিকরণ মন্ত্রক হাঁপানিয়ার উইম্যান পলিটেকনিকে ২০০ আসন বিশিষ্ট ও.বি.সি. ছাত্রীনিবাস নির্মাণের জন্য ৭ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকার আর্থিক সহায়তা মঞ্জুর করেছে। ১৫৭ জন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কিন্তু মেধাবী ওবিসি শিক্ষার্থীকে এককালীন মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শিক্ষার ক্ষেত্রে অবদানের জন্য ৩ জন ওবিসি শ্রেণিভুক্ত ব্যক্তিকে বিদ্যাসাগর পুরস্কারে সম্মানিত করা হয়েছে এবং প্রত্যেককে ১০ হাজার টাকা করে পুরস্কার প্রদান করা হয়েছে।

১০২) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে এন.এস.পি. পোর্টালের মাধ্যমে আনুমানিক ২২ হাজার জন ওবিসি শিক্ষার্থীকে পোস্টমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। এছাড়া আনুমানিক ৭ হাজার ৫০০ জন ওবিসি শিক্ষার্থীকে এন.এস.পি. পোর্টালের মাধ্যমে প্রিমেট্রিক বৃত্তি প্রদান করা হবে। ১৭২ জন অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল কিন্তু মেধাবী শিক্ষার্থীকে এককালীন ১ লক্ষ টাকা করে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার পরিকল্পনাও করা হয়েছে।

১০৩) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ২টি নতুন ওবিসি হোস্টেল নির্মাণ করা হবে- কুলাইয়ে ১টি, হালাহালিতে ১টি। এর জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

সংখ্যালঘু কল্যাণ :

১০৪) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলিতে প্রধানমন্ত্রী জনবিকাশ কর্মসূচির মাধ্যমে বিদ্যালয়, হোস্টেল, অতিরিক্ত শ্রেণিকক্ষ ইত্যাদি বিভিন্ন

উন্নয়নমূলক কাজ গ্রহণ করা হয়েছে। ওয়াকফ সম্পত্তির উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং এ খাতে ১ কোটি ২০ লক্ষ টাকা ব্যয় হচ্ছে। তাছাড়া প্রিমেট্রিক ও পোস্টমেট্রিক বৃত্তি, সংখ্যালঘু কন্যাদের জন্য বিশেষ সুবিধা, মৌলানা আবুল কালাম আজাদ মেরিট অ্যাওয়ার্ড, বেগম রোকেয়া স্বর্ণপদক, মুখ্যমন্ত্রী স্বর্ণপদক, বোর্ডিং হাউস স্টাইপেন্ড এবং অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীদের এককালীন আর্থিক সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসার জন্য দরিদ্র সংখ্যালঘু পরিবারগুলির মধ্যেও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১০৫) তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প চালু করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১ হাজার ৫০০ জন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ভুক্ত সুবিধাভোগীদের ক্ষুদ্র ব্যবসা ও স্টার্ট আপ শুরু করার জন্য জনপ্রতি ১০ হাজার টাকা হারে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

১০৬) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নজরুল ছাত্রাবাসের (ফেজ-০২) নির্মাণ কাজ ৩ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শীঘ্রই সুসম্পন্ন হবে।

১০৭) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি আগরতলার অফিস লেনস্থিত মৌলানা আবুল কালাম পান্থ নিবাস-২, এর পুনর্নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি। এ বাবদ ১৭ কোটি ৪২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা :

১০৮) শিশু, নারী, প্রবীণ নাগরিক এবং বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তি অর্থাৎ দিব্যাঙ্গজনদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষা প্রসার এবং সমাজের বঞ্চিত অংশের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্য সরকার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

প্রবীণ, মানসিক প্রতিবন্ধী, রুগ্ন ও বিশেষভাবে সক্ষম ব্যক্তিদের সামাজিক সুরক্ষা

১০৯) বর্তমানে সদ্য চালু হওয়া চিফ মিনিস্টার্স স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জড পার্সনস সহ ৩৫টি ভিন্ন ভিন্ন সামাজিক পেনশন প্রকল্পের অধীনে ৩ লক্ষ ৮৭ হাজার জন বেনিফিসিয়ারি সামাজিক সুরক্ষা পেনশন পাচ্ছেন। চিফ মিনিস্টার্স স্কিম ফর মেন্টালি চ্যালেঞ্জড প্রকল্পটি ৬০ শতাংশ বা তার বেশি পরিমাণ বুদ্ধি প্রতিবন্ধকতা, মানসিক অসুস্থতা অথবা সেরিব্রাল পালসিতে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মাসিক ৫ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য চালু করা হয়েছে। এই পর্যন্ত ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২ হাজার ৯২২ জন মানসিক প্রতিবন্ধী ব্যক্তি এই প্রকল্পের আর্থিক সুবিধার আওতায় এসেছেন।

১১০) ক্যান্সার পেশেন্টস্ স্কিমের অধীনে ক্যান্সার আক্রান্ত রোগীদের সামাজিক পেনশন পেতে সহায়তা করার জন্য আগরতলার অটল বিহারী বাজপেয়ী আঞ্চলিক ক্যান্সার কেন্দ্রে একটি হেলপ ডেস্ক খোলা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৪৭৪ জন ক্যান্সার রোগীকে সহায়তা করে সামাজিক পেনশন প্রদান করা হয়েছে।

১১১) মুখ্যমন্ত্রী অন্ত্যোদয় শ্রদ্ধাঞ্জলি যোজনা (এম.এ.এস.ওয়াই.)-এর অধীনে অন্ত্যোদয় পরিবারসমূহের কোনও সদস্যের মৃত্যুর ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী ২ হাজার টাকার এককালীন আর্থিক সহায়তার পরিমাণ বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা করা হয়েছে।

নারী কল্যাণ :

১১২) মিশন শক্তির অধীনে সহিংসতায় ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা, খাদ্য সহ অস্থায়ী আশ্রয় (টেমপোরারি শেল্টার উইথ ফুড) এবং মনোসামাজিক পরামর্শ (সাইকো সোশ্যাল কাউন্সেলিং) ইত্যাদি সমন্বিত সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। রাজ্যের ৮টি জেলার সবকটিতেই ওয়ান স্টপ সেন্টার চালু করা হয়েছে। ভারত সরকারের মহিলা ও শিশু উন্নয়ন মন্ত্রক আরও দুটি ওয়ান স্টপ সেন্টারের অনুমোদন করেছে।

১১৩) ১০০ শয্যা বিশিষ্ট ১০টি কর্মচারী মহিলা হোস্টেল, ১১৪ কোটি টাকার অনুমিত ব্যয় সহযোগে নির্মাণাধীন রয়েছে।

১১৪) মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার অধীনে ৫৭ লক্ষ টাকা এবং মুখ্যমন্ত্রী কন্যা বিবাহ যোজনার অধীনে ২ কোটি ৫১ লক্ষ টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

১১৫) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার অধীনে (পি.এম.এম.ভি.ওয়াই.)-এর অধীনে ১৭ হাজার ৪৩ জন বেনিফিসিয়ারিকে ৬ কোটি ২২ লক্ষ ৭৭ হাজার টাকা বিতরণ করা হয়েছে।

নারী ও শিশু পুষ্টি :

১১৬) রাজ্য সরকার ধলাই জেলার গঙ্গানগরে একটি নতুন আই.সি.ডি.এস. প্রকল্প শুরু করেছে। পি.এম. জনমন প্রকল্পের অধীনে পার্টিকুলারলি ভালনারেবল ট্রাইবেল গ্রুপ (পি.ভি.টি.জি.) এলাকায় ২২৬টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র চালু করা হয়েছে। ধরতি আবা জনজাতীয় উৎকর্ষ অভিযান (ডি.এ.-জে.জি.ইউ.এ.)-এর অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার অতিরিক্ত ১১৯টি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্র স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে এবং সেগুলি চালু করা হয়েছে।

১১৭) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আমি জাতীয়স্তরের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের সহযোগিতায় রাজ্য পরিচালিত চাইল্ড কেয়ার প্রতিষ্ঠানসমূহে স্মার্ট ক্লাসরুম স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

গ্রামীণ উন্নয়ন :

১১৮) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে (পি.এম.এ.ওয়াই.জি.) ৩ লক্ষ ৭৬ হাজারেরও বেশি পাকা বাড়ি গ্রামীণ পরিবারগুলিকে প্রদান করা হয়েছে এবং ১১ মার্চ ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত পি.এম. জনমনের অধীনে রিয়াং পরিবারগুলিকে ১৭

হাজার ২১৫টি পাকা বাড়ি প্রদান করা হয়েছে।

১১৯) এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ.-এর অধীনে গ্রামীণ এলাকায় ৫৫১ কিলোমিটার রাস্তা (ব্রিক সলিং, পেভার ব্লক, সিমেন্টের কংক্রিট রাস্তা) এবং ২৫৫টি কালভার্ট / ক্রস ড্রেনেজ নির্মাণ করা হয়েছে। এম.জি.এন.আর.ই.জি.এ.-এর অধীনে গ্রামীণ পরিবারসমূহের জন্য ২ কোটি ৫৫ লক্ষ শ্রমদিবস সৃষ্টি করা হয়েছে। ১১ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ৭৬৩ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

১২০) গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার জন্য ১৬১টি আর.সি.সি. ফুট ব্রিজ নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হয়েছে।

১২১) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা গ্রামীণের অধীনে এই পর্যন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষার মাধ্যমে (এক্সোসটিভ সার্ভে) ২ লক্ষ ৫৬ হাজার পরিবারকে নতুনভাবে গৃহ নির্মাণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে এবং আশা করা যায় যে, বিপুল সংখ্যক পরিবারকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা সম্ভব হবে।

১২২) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অ্যাসপিরেশনাল ব্লক সহ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গ্রামীণ যোগাযোগ শক্তিশালী করার জন্য আরও ১১৭টি আর.সি.সি. ফুটব্রিজ নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য ১১৫ কোটি ১১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

১২৩) আমি আর.ডি. স্টোর সামগ্রী সংরক্ষণের জন্য চারটি নতুন গুদাম নির্মাণ এবং বিদ্যমান ৫টি গুদামের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ১১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। আমি ধলাই জেলার অন্তর্ভুক্ত লংতরাইভ্যালির ছামনুতে ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহযোগে ১ হাজার আসন বিশিষ্ট একটি টাউনহল নির্মাণেরও প্রস্তাব রাখছি। তাছাড়া নলছড় আর.ডি. ব্লকের অন্তর্গত চন্দনমুড়া জি.পি.-তে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি মাল্টিপারপাস কমিউনিটি হল নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি।

১২৪) আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ভারত সরকার ভি.বি.জি. রামজি প্রকল্প চালু করেছে, যার অধীনে গ্রামীণ পরিবারগুলিকে ১২৫ শ্রমদিবস প্রদান করা হবে।

গ্রামীণ জীবিকা :

১২৫) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১৪ হাজার ২৯০ জন মহিলাকে সংগঠিত করে ২ হাজার ১৫৯টি নতুন মহিলা স্বসহায়ক দল গঠন করা হয়েছে। এই অর্থবছরে এই মহিলা স্বসহায়ক দলগুলিকে চার কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা রিভলভিং ফান্ড এবং ১২৩ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা কমিউনিটি ইনভেস্টমেন্ট ফান্ড প্রদান করা হয়েছে। গ্রামীণ মহিলা এস.এইচ.জি.গুলির জীবিকাভিত্তিক কার্যক্রম সম্প্রসারণের জন্য ৬৪০ কোটি ৭৯ লক্ষ টাকার ব্যাঙ্ক ঋণও প্রদান করা হয়েছে। আমি মহতী সভাকে আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, রাজ্যে স্বসহায়ক দলসমূহকে প্রদত্ত ব্যাঙ্ক ঋণের এন.পি.এ. মাত্র ১.৩১ শতাংশ। স্বসহায়ক দলসমূহের সদস্যদের আর্থিক স্বাক্ষরতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১ লক্ষ ৪৯ হাজার ৫৫৪ জন গ্রামীণ মহিলাকে বিভিন্ন আর্থিক স্বাক্ষরতা মডিউলে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্বসহায়ক দলভিত্তিক উৎপাদক সংখ্যা বৃদ্ধি করতে ১১৮২টি নতুন মহিলা

প্রডিউসার গ্রুপ গঠন করা হয়েছে। এছাড়া প্রায় ১১ হাজার ৬৩২ জন মহিলা স্বসহায়ক দল সদস্য মাইক্রো উদ্যোক্তা হিসেবে উন্নীত হয়েছেন। বর্তমানে চার লক্ষ ৩০ হাজার জন মহিলা স্বসহায়ক দল সদস্যের মধ্যে ১ লক্ষ ৮ হাজার ২৮১ জনকে ইতিমধ্যেই লাখপতি দিদি হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১২৬) সম্প্রতি টি.আর.এল.এম. 'তৃপ্তি' অর্থাৎ ত্রিপুরা রুর্যাল ইন্টারভেনশন প্রজেক্ট ফর ট্রান্সফরমেশন অ্যান্ড ইনক্লুশন-এর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনের সাফল্যের জন্য মর্যাদাপূর্ণ স্কচ (SKOCH) পুরস্কার পেয়েছে। এজন্য মহিলা স্বসহায়ক দলের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে তৈরি ব্যাঙ্কসখি মডেল সেন্টার ফর ইনোভেশন ইন পাবলিক সার্ভিসেস (সি.আই.পি.এস.)-এর কাছ থেকেও সামাজিক উদ্ভাবন হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে। গোমতী জেলার মহিলা স্বসহায়ক দলসমূহের দ্বারা গঠিত বিজয়ী ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশন এন.সি.ডি.সি. থেকে কো-অপারেটিভ এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেছে। ত্রিপুরার পণ্য দিল্লি সারস মেলায় ভারত সরকার কর্তৃক সেরা পণ্য হিসেবে নির্বাচিত ও পুরস্কৃত হয়েছে। আগরতলার ২০তম সারস মেলায় মহিলা স্বসহায়ক দলসমূহ সর্বকালের সর্বোচ্চ ১৭ কোটি ৬৭ লক্ষ টাকার বিক্রির রেকর্ড গড়েছে।

১২৭) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে মহিলা স্বসহায়ক দল সদস্যদের জীবিকা উন্নয়নের জন্য ২০টি নতুন সমন্বিত কৃষি ক্লাস্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে। ১ হাজারটি নতুন প্রডিউসার গ্রুপ গঠন করা হবে। আরও ১৩টি ব্লকে মাইক্রো এন্ট্রারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট স্কিম চালু করা হবে এবং ৭টি নতুন ব্লকে স্টার্ট আপ ভিলেজ এন্ট্রোপ্রেনিওরশিপ প্রোগ্রাম সম্প্রসারিত করা হবে। ৮টি জেলায় ৮টি SHE Marts তৈরি করা হবে, যাতে মহিলা স্বসহায়ক দলে উৎপাদকদের বিপণন সুবিধা বাড়ে। মহিলা স্বসহায়ক দলসমূহকে আর্থিক পরিষেবা প্রদান নিশ্চিত করার জন্য ক্লাস্টার লেভেল ফেডারেশনে ৫০টি নতুন সক্ষম কেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। ২ লক্ষ স্বসহায়ক দলের সদস্যকে আর্থিক স্বাক্ষরতায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। জীবিকামূলক কার্যক্রমের সম্প্রসারণের জন্য স্বসহায়ক দলগুলিকে প্রায় ৭০০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ এবং ব্যক্তিগত মহিলা উদ্যোক্তাদের প্রায় ৩০ কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ দেওয়া হবে। এছাড়াও ১৫০টি উচ্চপর্যায়ের মহিলা উদ্যোগ গড়ে তোলার জন্য ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, কলকাতার সাথে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে।

আর.ডি. (পঞ্চায়েত) :

১২৮) গ্রামীণ স্থানীয় সংস্থাসমূহের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের নেতৃত্বগুণ বিকাশের (লিডারশিপ কোয়ালিটি) উদ্দেশ্যে পুনরুজ্জীবিত রাষ্ট্রীয় গ্রামস্বরাজ অভিযান স্কিমের অধীনে ম্যানেজমেন্ট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম পরিচালনার জন্য ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্ট, শিলংয়ের সঙ্গে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং এ পর্যন্ত ৪১০ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ও আধিকারিককে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। আগরতলায় সিকিউরিটিস এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (সেবি)-র সহযোগিতায় জনপ্রতিনিধিদের জন্য দু'দিনব্যাপী আর্থিক স্বাক্ষরতা প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা

হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় গ্রাম স্বরাজ অভিযান স্কিমের অধীনে ৩৩ হাজার ৮৪৯ জন অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১৯৫ জন নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীকে আন্তঃরাজ্য এক্সপোজার ভিজিটে পাঠানো হয়েছে।

১২৯) প্রমাণভিত্তিক ও নাগরিকমুখী পরিষেবা তৃণমূলস্তরে আরও শক্তিশালী করার জন্য রাজ্য সরকার ২৭টি গ্রাম পঞ্চায়েতকে পঞ্চায়েত লার্নিং সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং প্রতিটি সেন্টার নির্মাণের জন্য ৭ লক্ষ টাকা করে ব্যয় করা হবে।

১৩০) গ্রামীণ এলাকায় নাগরিক অভিযোগ নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে আমার সরকার নামক ওয়েব পোর্টালটি কার্যকর প্রমাণিত হয়েছে। এই পোর্টালটিতে মোট ১ লক্ষ ৫৯ হাজার ৮১৮টি অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে এবং এরমধ্যে ৮২.৫০ শতাংশ অভিযোগের নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

১৩১) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ৮০টি নতুন পঞ্চায়েত ভবন নির্মাণাধীন রয়েছে এবং ভবনপিছু বিয়াল্লিশ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হচ্ছে। এই ভবনসমূহ আরও ফলপ্রসূভাবে পরিষেবা প্রদানে সহায়তা করবে।

১৩২) পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় ৩ কোটি ১৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি জেলা পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার নির্মাণের কাজ গৃহীত হয়েছে, যা নির্বাচিত প্রতিনিধি ও কর্মচারীদের সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

১৩৩) ৫৮টি ব্লক পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টারের উন্নয়ন কাজের জন্য প্রতিটি কেন্দ্রে চার লক্ষ ২০ হাজার টাকা ব্যয় সহযোগে আপগ্রেডেশন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে।

১৩৪) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাষ্ট্রীয় গ্রামস্বরাজ অভিযানের অধীনে প্রতিটি ইউনিটে ৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে মোট ৩০টি কমন সার্ভিসেস সেন্টার অনুমোদিত হয়েছে। এর মাধ্যমে গ্রামীণ নাগরিকদের জন্য সহজলভ্য ও সাশ্রয়ী ই-গভর্নেন্স এবং তৎসঙ্গে আর্থিক, শিক্ষাগত এবং স্বাস্থ্য সেবা প্রদান করে ডিজিটাল বিভাজন দূর করা সম্ভব হবে।

১৩৫) আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ২০২৫-২৬ অর্থবছরে পশ্চিম মজলিশপুর গ্রাম পঞ্চায়েত সংযোগ ব্যবস্থা, নাগরিক বান্ধব অ্যাপ এবং দক্ষ পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে ডিজিটাল উদ্যোগের স্বীকৃতি স্বরূপ বিশাখাপত্তনমে অনুষ্ঠিত ২৮তম ন্যাশনাল কনফারেন্স অন ই-গভর্নেন্স ২০২৫-এর ন্যাশনাল সিলভার অ্যাওয়ার্ড ফর ই-গভর্নেন্স অর্জন করেছে।

১৩৬) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০৪টি স্মার্ট পঞ্চায়েত নির্মাণ করা হবে, যাতে শাসন ব্যবস্থা উন্নত হয়, গ্রাম শহর বৈষম্য কমে, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও আর্থিক পরিষেবা সহজলভ্য হয়, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পায়, নাগরিকদের ডিজিটাল অংশগ্রহণের মাধ্যমে ক্ষমতায়ন ঘটে এবং টেকসই স্থানীয় উন্নয়ন নিশ্চিত হয়।

১৩৭) আমি এস.পি.আর.সি. / ডি.পি.আর.সি.সমূহে প্রশিক্ষণ পরিকাঠামোর উন্নয়নের জন্য ৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি। আমি আরও ৭ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ সহ প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে একটি করে মোট ৮টি রুর‍্যাল

ইন্টারপ্রেটেশন সেন্টার কাম পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার স্থাপনের প্রস্তাব রাখছি।

বন :

১৩৮) জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণ, সবুজ আচ্ছাদন সম্প্রসারণ, টেকসই বন ব্যবস্থাপনা উন্নীতকরণ এবং রাজ্যের সমৃদ্ধ উদ্ভিদ ও প্রাণী জগৎ সংরক্ষণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার বহু উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৩৯) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে প্রায় ৮,৯৭৭.৫৯ হেক্টর এলাকায় বনায়ন করা হয়েছে। এই বনায়ন প্রচেষ্টা নদী অববাহিকার মানোন্নয়ন, মাটির ক্ষয়রোধ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং বনভিত্তিক জীবিকা ও শিল্পের সহায়ক হয়েছে।

১৪০) জাতীয় ও রাজ্য সড়কের ধারে সৌন্দর্যায়ন ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে এবং সড়কের নান্দনিকতা বৃদ্ধি এবং ভ্রমণ অভিজ্ঞতা উন্নত করার জন্য বিভিন্ন শোভাবর্ধনকারী বৃক্ষ ও ফুলের গুল্ম রোপণ করা হয়েছে।

১৪১) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিভিন্ন জাতীয় সড়ক, রাজ্য সড়ক এবং জেলা সড়ক মিলিয়ে ১৪১ কিলোমিটার সড়কের ধারে বৃক্ষরোপণ করা হয়েছে।

১৪২) চিফ মিনিস্টার্স স্বনির্ভর পরিবার যোজনা (সি.এম.এস.পি.ওয়াই.)-এর অধীনে চারা বিতরণের মাধ্যমে গ্রামীণ পরিবারসমূহের পুষ্টিগত, পরিবেশগত এবং আর্থিক স্বনির্ভরতা বৃদ্ধির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে মোট ৭ লক্ষ ২৫ হাজার চারা সারা রাজ্যে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার পরিবারের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৪৩) ত্রিপুরা আগরউড পলিসি ২০২১ আগরউড বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার জন্য চালু করা হয়েছিল। নিয়ন্ত্রক কাঠামো সহজীকরণে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। বিশেষত, আগর গাছ কাটার অনুমতি প্রাপ্তির প্রয়োজনীয়তাকে প্রত্যাহার করে আগরচাষিদের প্রতিবন্ধকতা কমানো হয়েছে এবং ডি.জি.এফ.টি. এম.ও.ই.এফ. এবং সি.সি. এবং ডব্লিউ.সি.সি.বি.-র সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে ব্যবসায়ী / প্রসেসর / রপ্তানিকারকদের সমস্যার জাতীয় পর্যায়ের সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। আগর তৈল ও মূল্য সংযোজিত আগরজাত পণ্যের উন্নয়নের জন্য এন.টি.এফ.পি. সেন্টার অব এক্সিলেন্স এবং আগরতলা আগরউড কর্পোরেশন প্রাইভেট লিমিটেডের মধ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। রাজ্যে আগর সম্পদের ভিত্তি বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত জমিতেও আগর বৃক্ষ রোপণকে উৎসাহিত করা হচ্ছে।

১৪৪) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৫ জুন ২০২৫ তারিখে একটি গণ বৃক্ষরোপণ অভিযান অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ৫ মিনিটে সমস্ত রাজ্যে ১০ লক্ষ ৪৭ হাজার ৪৮৮টি চারা রোপণ করা হয় এবং বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি সংস্থা, সি.এ.পি.এফ., ত্রিপুরা পুলিশ, জে.এফ.এম.সি. / ই.ডি.সি. / বি.এম.সি. সদস্য এবং সাধারণ মানুষ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। সমাজের প্রতিটি স্তরের অংশগ্রহণে বৃহৎ পরিসরের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিও গৃহীত হয়েছে, বিশেষত বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে। ১৮ জুন, ২০২৫-এ রাজ্যের সব উচ্চ ও উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে

রাজ্যব্যাপী বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। সমগ্র ত্রিপুরার ৩ হাজার ৪৪০টি বিদ্যালয়ে মোট ১ লক্ষ ৭৩ হাজার ৫০৭টি চারা রোপণ করা হয়েছে।

১৪৫) 'এক পেড় মা কে নাম ২.০' অভিযান ৫ জুন, ২০২৫ তারিখে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সমগ্র দেশে চালু হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ২২ লক্ষ ৩৩ হাজার ৯০২টি চারা রোপণ করা হয়েছে এবং অভিযানের অগ্রগতি স্থিতিশীলভাবে অব্যাহত রয়েছে। চারাগুলির বেঁচে থাকা নিশ্চিত করতে সম্প্রদায়ভিত্তিক অংশগ্রহণ ও ধারাবাহিক নজরদারির উপর জোর দেওয়া হয়েছে। রোপণ পরবর্তী পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণ এবং চারার টিকে থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

১৪৬) নাগরিক পরিষেবা প্রদান উন্নত করতে এবং বন প্রশাসন ব্যবস্থাপনায় আরও কার্যকারিতা আনতে ই-অফিস, ই-লাইসেন্স, ই-টেন্ডার, ই-টি.আর.সি. এবং এন.টি.পি.এস. ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্ভাবনী আই.টি. সমাধান ব্যবহার করা হয়েছে। অবনজ কাজে বনভূমি ব্যবহারের প্রস্তাব নিষ্পত্তির জন্য পরিবেশ ২.০ পোর্টাল চালু করা হয়েছে।

১৪৭) অবনজ ভূমি থেকে সংগৃহীত কাঠ ও বাঁশের আহরণ ও পরিবহণ প্রক্রিয়া সহজতর করতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন বিধি / নির্দেশিকা জারি করেছে। অবনজ জমিতে আগর ও রাবার গাছকে এমন গাছের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেগুলির জন্য কাটার অনুমতির প্রয়োজন নেই।

১৪৮) মানুষ ও হাতির মধ্যে সংঘাত কমিয়ে মানুষ ও বন্যপ্রাণীর শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য খোয়াই জেলায় একটি সামগ্রিক হিউম্যান এলিফেন্ট কনফ্লিক্ট মিটিগেশন প্ল্যান বাস্তবায়িত হচ্ছে। পরিকল্পনার অংশ হিসেবে হাতি প্রতিরোধ শিবির, ওয়াচ টাওয়ার, হাতি প্রতিরোধী খাল এবং চেইন লিঙ্ক মেশ ফেন্সিং নির্মাণ করা হচ্ছে। এলিফেন্ট ক্যাম্প এবং শকুন সংরক্ষণ প্রজনন কার্যক্রমও শুরু হয়েছে।

১৪৯) বন নির্ভর জনগোষ্ঠীর জীবিকা উন্নয়ন এবং বনায়নের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকার জে.এফ.এম.সি. কার্যক্রমের মাধ্যমে বন খাতে তিনটি এক্সটারনালি এইডেড প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করছে।

১৫০) বিশ্ব ব্যাঙ্ক আগামী ৫ বছর ব্যাপী ১৭৬৪ কোটি ৯৪ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এলিমেন্ট অর্থাৎ এনহান্সিং ল্যান্ডস্কেপস অ্যান্ড ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প অনুমোদন করেছে। এই প্রকল্প রাজ্যের সব জেলায় ৮২১টি গ্রাম / হেমলেটে বাস্তবায়িত হবে যেখানে নারীর জীবিকাভিত্তিক অংশগ্রহণের উপর বিশেষ গুরুত্ব থাকবে। প্রকল্পটির প্রধান উদ্দেশ্য হলো এমনভাবে ল্যান্ডস্কেপ ম্যানেজমেন্ট করা যাতে বন পুনরুদ্ধার হয় এবং একই সঙ্গে বন নির্ভর সম্প্রদায়ের জীবিকাও উন্নত হয়।

১৫১) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের ডম্বুর জলাশয়কে ইকোট্যুরিজমে উন্নীতকরণের পাশাপাশি পূর্ব তকসাবাড়ি এডিসি ভিলেজে একটি ন্যাচার পার্ক নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে।

তথ্য প্রযুক্তি :

১৫২) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ত্রিপুরা স্টেট ডাটা সেন্টারের উন্নয়নমূলক কাজ সুসম্পন্ন হয়েছে, যার ফলস্বরূপ রাজ্য ডেটা সেন্টারের কম্পিউটিং ও স্টোরেজ সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে।

১৫৩) হাঁপানিয়া আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী কেন্দ্রে কম্পিউটার ভিত্তিক পরীক্ষা কেন্দ্র স্থাপনের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। নিউ জেনারেশন ইনোভেশন নেটওয়ার্কের অধীনে ১২টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

১৫৪) ত্রিপুরার সমৃদ্ধি ও সম্প্রসারণশীল মানব সম্পদ বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে প্রতি বছর প্রায় ১৬ হাজার ৫০০ শিক্ষার্থী স্নাতক হওয়ার ফলে রাজ্য সরকার স্টার্ট আপ ইকো সিস্টেমকে ত্বরান্বিত করতে টি-নেস্ট (ত্রিপুরা-নারচারিং এন্ট্রোপ্রেনিওরশিপ অ্যান্ড স্টার্ট আপস) নামে একটি প্রধান ইনকিউবেশন কাম ইনোভেশন হাব চালু করেছে।

১৫৫) ত্রিপুরা গ্যারান্টেড সার্ভিসেস টু সিটিজেন অ্যাক্ট, ২০২০ তার অধীনে ১৪৪টি পরিষেবা অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঐক্যবদ্ধ নাগরিক সেবা ও প্রকল্প বিতরণের জন্য 'উন্নতি' নামক একটি সিঙ্গেল উইন্ডো প্ল্যাটফর্ম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

১৫৬) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি রাজ্যের সব জেলায় মেন্টারশিপ ইনকিউবেশন সাপোর্ট এবং ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রদানের জন্য রিজিওন্যাল স্টার্ট আপ হাব স্থাপন করার জন্য প্রস্তাব রাখছি। মূলত উদ্যোক্তা উন্নয়ন, উদ্ভাবনী শক্তির বিকাশ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে এই সব উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। আগরতলায় ৬০ কোটি টাকার বরাদ্দ সহ একটি সাইবার সিকিউরিটি অপারেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হবে, যা রাজ্যের ডিজিটাল নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী ও সুসংহত করবে।

১৫৭) আমি আগরতলার চানমারিতে আই.টি., আই.টি.ই.এস. এবং ডাটা সেন্টারে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা আই.টি. অ্যান্ড ডাটা ইকো সিস্টেম জোন প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখছি। 'নবচেতনা' (নিউ এজ ভিশন ফর ক্রিয়েটিভিটি, টেকনোলজি অ্যান্ড ইনোভেশনস ইন ইন্সটিটিউশনস) নামে প্রযুক্তি নির্ভর ও ভবিষ্যৎমুখী শিক্ষার পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের জন্য এই উদ্যোগটি চালু করা হবে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে ইনোভেশন অ্যান্ড টেকনোলজি ল্যাবরেটরির মাধ্যমে ছাত্রছাত্রী ও আধিকারিকদের আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স, রোবোটিকস, ইন্টারনেট অব থিংকস, কোডিং, অটোমেশন ইত্যাদি উদীয়মান ক্ষেত্রে পরিচিত করানো হবে এবং তার জন্য ২৫ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১৫৮) রাজ্যে কেন্দ্রীয় সরকার প্রদত্ত 'অরেঞ্জ ইকোনমির' ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের সাথে সাযুজ্য রেখে আমাদের রাজ্যেও এই ক্ষেত্রটিকে আরও শক্তিশালী ও মজবুত করার লক্ষ্যে এ.ভি.জি.সি.-এক্স.আর. (অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়েল এফেক্টস, গেমিং, কমিকস অ্যান্ড এক্সটেনডেড রিয়েলিটি) ইত্যাদি নীতি প্রণয়নের প্রস্তাব রাখছি। এই উদ্যোগের উদ্দেশ্য হলো প্রযুক্তি, ডিজিটাল কনটেন্ট নির্মাণ এবং ইমার্সিভ মিডিয়া ইত্যাদির ক্ষেত্রে ত্রিপুরাকে একটি সম্ভাবনাময় কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি

তার উদ্ভাবন, দক্ষতা উন্নয়ন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির জায়গাটি আরও উৎসাহিত করা।

১৫৯) এছাড়াও প্রযুক্তি নির্ভর প্রবৃদ্ধির জন্য আগরতলা এ.আই. সিটি নামক একটি প্রধান ডিজিটাল পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য প্রস্তাব রয়েছে, যার উদ্দেশ্য হলো ডিজিটাল সম্প্রসারণ, উদ্ভাবন এবং বৃহৎ পরিসরে কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা। তাছাড়া এই শহরে অত্যাধুনিক ইনফরমেশন টেকনোলজি পার্ক থাকবে, যা আই.টি., আই.টি.ই.এস. সংস্থা, এ.আই. চালিত প্রতিষ্ঠান, স্টার্ট আপ, ডিজিটাল উদ্যোক্তা এবং গ্লোবাল ক্যাপাবিলিটি সেন্টারের চাহিদা পূরণ করবে।

গৃহ (পুলিশ) :

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

১৬০) রাজ্যে বর্তমানে আইন-শৃঙ্খলার পরিস্থিতি ও অপরাধদমন চিত্রে যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয়েছে। ডাকাতি, চুরি, খুন, দাঙ্গা, নারী নির্যাতন, মাদক সংক্রান্ত অপরাধ, সাইবার জনিত অপরাধ এবং আর্থিক প্রতারণার মতো বিষয়গুলিতেও রাজ্যে অপরাধের হার যথেষ্ট নিম্নমুখী।

১৬১) আমি আনন্দের সাথে আরও জানাচ্ছি যে, পুলিশ বিভাগের কঠোর ব্যবস্থা এবং আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনার হার যথেষ্ট হারে হ্রাস পেয়েছে।

১৬২) পুলিশ বাহিনীর গতিশীলতা ও দ্রুত হস্তক্ষেপ জনিত বিষয়কে উন্নত করার জন্য ২০২৫-২৬ অর্থবছরে রাজ্য সরকার ত্রিপুরা পুলিশের জন্য ২৫৩টি যানবাহন ক্রয় করেছে। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয়, ত্রিপুরা পুলিশ কেবল আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করছে না, তার সাথে সাথে নতুন ও উন্নত প্রযুক্তি যেমন গ্রহণ করছে তেমনি জনসংযোগ সুদৃঢ় করার কাজও করে চলেছে। তাছাড়া সীমান্ত সুরক্ষা, দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিকে মোকাবিলা এবং নারী ও যুব সমাজের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে আধুনিক, নাগরিকমুখী পুলিশিংয়ের এক মডেল হিসেবেও রাজ্য পুলিশ আত্মপ্রকাশ করেছে।

১৬৩) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি আগরতলার আস্তাবল সংলগ্ন এলাকায় আগরতলা ট্রাফিক ইউনিটের জন্য বি+জি+চার তলাবিশিষ্ট একটি ভবন নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি।

১৬৪) আমি বিভিন্ন জেলা সদর ও রাজ্য সদর দপ্তরে পুলিশ কর্মীদের জন্য আবাসন নির্মাণেরও প্রস্তাব রাখছি। তদুপরি এস.পি. / অ্যাডিশনাল এস.পি. অফিস ও তাদের আবাসনের নতুন নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহ (জেল) :

১৬৫) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে 'ত্রিপুরা ভিক্টিম কমপেনসেশন স্কিম ২০১৮'-এর অধীনে ১১ জন ভুক্তভোগীকে ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে। 'ত্রিপুরা কমপেনশন স্কিম ফর উইম্যান ভিক্টিমস / সার্ভাইবারস অব সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট অ্যান্ড

আদার ক্রাইমস, ২০১৮'-এর অধীনে ১৫ জন মহিলা ভুক্তভোগীকে ৫৪ লক্ষ ৪৫ হাজার টাকা প্রদান করা হয়েছে।

১৬৬) নতুন ফৌজদারি আইনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ইন্ট্রা-অপারেবল ক্রিমিনাল জাস্টিস সিস্টেম (আই.সি.জে.এস.) ২.০ চালু করা হয়েছে। দরিদ্র ও অসহায় বন্দীদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পাশাপাশি জরিমানা পরিশোধে অসমর্থ বা জামিন বন্ড দাখিল করতে অক্ষম এবং তার ফলস্বরূপ মুক্তি পাচ্ছেন না এমন বন্দীদের জন্য আমাদের রাজ্যে 'সাপোর্ট টু পুওর প্রিজনারস স্কিম' বাস্তবায়িত হয়েছে। এই প্রকল্পের অধীনে ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ১৪ জন দরিদ্র বিচারাধীন বন্দীকে মুক্তির সুবিধার্থে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

১৬৭) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ধলাই জেলার আমবাসায় একটি মডেল ডিস্ট্রিক্ট জেল নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ১২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

অগ্নি নির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা :

১৬৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে কাকড়াবন ফায়ার স্টেশনে স্থায়ী ভবন নির্মাণ সুসম্পন্ন হয়েছে এবং বক্সনগর, মনুবনকুল, গঙ্গানগর ও জিরানীয়া ফায়ার স্টেশনের ভবন নির্মাণের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

১৬৯) অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবাকে আধুনিকীকরণের জন্য বিভিন্ন অগ্নিনির্বাপক ও জীবন রক্ষাকারী সরঞ্জাম যেমন ইনফ্ল্যাটেবল বোট (ইঞ্জিন সহ ও ইঞ্জিন ছাড়া), ব্রিথিং এপারেটরস সেট (বি.এ. সেট), ওয়াটার মিস্ট অ্যান্ড কমপ্রেসড এয়ার ফোম (সি.এ.এফ.), ভিক্টিম লোকেশন সার্চ ক্যামেরা, আন্ডার ওয়াটার সার্চ ক্যামেরা, কনভেশনাল ওয়াটার টেন্ডার, জলবাহী বাহন, লাইট অপারেশনাল ভেহিক্যাল, মাল্টিপারপাস টেন্ডার ইত্যাদি ক্রয় করা হয়েছে এবং তার জন্য ৩৩ কোটি ৩৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৭০) সাব্রুম, জোলাইবাড়ি, টাকারজলা এবং পেঁচারথল ফায়ার স্টেশনের স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজ চলছে। তেলিয়ামুড়া, খোয়াই, শনখলা (হেজামারা) ফায়ার স্টেশনের স্থায়ী ভবন নির্মাণের কাজও শীঘ্রই শুরু হবে।

১৭১) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আমি গোমতী জেলার গর্জিতে একটি নতুন ফায়ার স্টেশন নির্মাণের প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ২ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা। এছাড়া ঋষ্যমুখ ও কিল্লায় ফায়ার স্টেশনের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য কাজ শুরু হবে, যার জন্য ৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

১৭২) তাছাড়া আগরতলার বাধারঘাটের মাতৃপল্লীস্থিত স্টেট ফায়ার সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে প্রশিক্ষণ প্রাপকদের জন্য একটি হোস্টেল নির্মাণেরও প্রস্তাব আমি রাখছি।

রাজস্ব :

১৭৩) জমি হস্তান্তর-সংক্রান্ত নথি ব্যবস্থাপনা, ভূমি রেকর্ডের ডিজিটালাইজেশন, জমির শ্রেণি পরিবর্তন, ভূমি রাজস্ব প্রদান, নিবন্ধিত দলিল এবং নাগরিকমুখী বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনার জন্য রাজ্য সরকার বহুমুখী উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

১৭৪) দলিল ভিত্তিক মিউটেশন সহজ করার লক্ষ্যে লিগেসি ডিড মডিউলকে ই-জমির সঙ্গে সমন্বিত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। লিগেসি ডিড ডিজিটালাইজেশনের জন্য মডিউল তৈরির কাজও চলছে। জমির শ্রেণি পরিবর্তনের অনলাইন প্রক্রিয়াকরণের জন্য সি.এল.ইউ. পোর্টাল তৈরি করা হয়েছে। তাছাড়া রেভিনিউ পোর্ট ম্যানেজমেন্ট সিস্টেমও তৈরি করা হয়েছে। নাগরিকমুখী অনলাইন পরিষেবার জন্য 'জমি পরিষেবা পোর্টাল' তৈরি করা হয়েছে।

১৭৫) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে অনলাইন ডিমার্কেশন মডিউল, গ্রিভেন্স রিড্রেসাল মডিউল, অনলাইন মিউটেশন মডিউল এবং অনলাইন অ্যালটমেন্ট তৈরি করা হবে, যার জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে ৫ কোটি টাকা।

১৭৬) আমি আগরতলায় একটি সাইবার সিকিউরিটি তহশিল প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। আমি গোমতী জেলার করবুকে একটি মাল্টিপারপাস ডিজাস্টার রেজিস্টেন্স সেন্টার নির্মাণেরও প্রস্তাব রাখছি, যার জন্য ১৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। প্রতিটি রেভিনিউ সার্কেল এবং তহশিলে ই-অফিস বাস্তবায়নের জন্য আই.টি. ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রদান করা হবে এবং এরজন্য ৯ কোটি ১২ লক্ষ টাকা রাখা হয়েছে। প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নির্বিঘ্ন যোগাযোগ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে হেম রেডিও ও উপগ্রহ যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে, যার জন্য ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও পরিবেশ :

১৭৭) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে টয়লেট্রিজ ও ক্লিনিং প্রোডাক্ট পঞ্চগব্য পণ্য, টেরাকোটা পণ্যের মূল্য সংযোজন, মশা তাড়ানোর সাধন ইত্যাদি প্রস্তুতিকরণ বিষয়ে বিভিন্ন দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে এবং তার ফলে বিভিন্ন জেলার ৪০০ জন মহিলা সুবিধাভোগী প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞানসম্মত মনোভাব গড়ে তুলতে স্কুল সায়েন্স ড্রামা ২০২৫ জেলা ও রাজ্যস্তরে আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরার বিজয়ী দল গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত উত্তর পূর্বাঞ্চলীয় বিজ্ঞান নাটক প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় স্কুল সায়েন্স ড্রামা উৎসবে অংশগ্রহণ করেছে। ন্যাশনাল এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং প্রোগ্রামের অধীনে খুমুলুঙ, কুমারঘাট এবং কৈলাসহরে তিনটি নতুন এয়ার কোয়ালিটি মনিটরিং স্টেশন (এ.কিউ.এম.) স্থাপন করা হয়েছে। তাছাড়া আরও দুটি এ.কিউ.এম. স্টেশন নির্মাণাধীন। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বিভিন্ন উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৫০টি ডি.এন.এ. ডিপার্টমেন্ট অব বায়োটেকনোলজি ন্যাশনাল

রিসোর্সেস অ্যাওয়ার্সনেস) ক্লাব স্থাপন করা হয়েছে। ফলে মোট ডি.এন.এ. ক্লাবের সংখ্যা ২২২-এ উন্নীত হয়েছে এবং ২২ হাজার শিক্ষার্থী এই ক্লাবগুলির মাধ্যমে উপকৃত হয়েছে।

১৭৮) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে নাগবংশী কলোনী, সিঙ্গিবিল কলোনী, পদ্মমোহন পাড়া, রাজনগর, পূর্ব বাদলাবাড়ি এবং পূর্ব বাচাইবাড়িতে ৬টি বায়োভিলেজ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে, যাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য ও পরিবেশ বান্ধব অপ্রচলিত প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে ঐসব গ্রামের মানুষদের আর্থসামাজিক অবস্থার উন্নতি এবং পরিবেশগত ভারসাম্য পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞান মনস্কতা আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ডিগ্রি কলেজে চারটি কলেজ বায়োটেক ক্লাব স্থাপন করা হচ্ছে। ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২টি মাশরুম হেমলেট প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। যার ফলে শুরু থেকে এখন পর্যন্ত মোট মাশরুম হেমলেটের সংখ্যা ১৮তে উন্নীত হয়েছে।

১৭৯) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, পরিবেশ, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের মতো বহিপ্রতিষ্ঠানকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

১৮০) এবার আমি আমাদের রাজ্যে সিঙ্গেল ইউস প্লাস্টিক নিষেধাজ্ঞা কঠোরভাবে কার্যকর করতে প্লাস্টিক মুক্ত ত্রিপুরা অভিযানের সফল ও সুদৃঢ় বাস্তবায়নের প্রস্তাব রাখছি। তাছাড়া আমি আরও ৫০টি নতুন ডি.এন.এ. ক্লাব, ৪টি মাশরুম হেমলেট, ৩টি বায়োভিলেজ এবং ৪টি কলেজ বায়োটেক ক্লাব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখছি।

১৮১) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটে এবং গোমতী জেলার অন্তর্গত উদয়পুরের ধ্বজনগরে ২টি সায়েন্স ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হবে, যার জন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১০ কোটি টাকা।

শিল্প ও বাণিজ্য :

১৮২) রাজ্যে শিল্পের উন্নয়ন, উদ্যোক্তা বিকাশ, নীতিগত সংস্কার ও পরিকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে বিনিয়োগ বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার নিরলস প্রয়াস অব্যাহত রেখেছে।

১৮৩) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে আগরতলায় অনুষ্ঠিত ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা-বিজনেস কনক্লেভ এবং নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত রাইজিং নর্থ ইস্ট ইনভেস্টমেন্ট সামিটে রাজ্য ১৫ হাজার ৮০০ কোটি টাকার বিনিয়োগ করার প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। এরমধ্যে গত ১ বছরে ৫ হাজার ২২ কোটি টাকার ৯১টি বিনিয়োগ প্রকল্প বাস্তবায়নের পর্যায়ে এসেছে। সম্প্রতি উচ্চবিনিয়োগের প্রবণতাকে কাজে লাগাতে ২০২৬ সালের মে মাসে ডেস্টিনেশন ত্রিপুরা বিজনেস মিট ২০২৬ আয়োজন করা হবে।

১৮৪) খনিজ সম্পদ আহরণের স্বচ্ছতা এবং দীর্ঘমেয়াদি আহরণ সুনিশ্চিত করতে ত্রিপুরা মাইনর মিনারেলস পলিসি ২০২৫ এবং ত্রিপুরা মাইনর মিনারেলস রুলস ২০২৬ গৃহীত হয়েছে এবং তার জন্য ভারত সরকারের সাসকি-র অধীনে রাজ্য ১০০ কোটি টাকার বরাদ্দ পেয়েছে।

১৮৫) কর্মক্ষেত্রে লিঙ্গ সমতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ইন্দ্রনগরস্থিত উইম্যানস আই.টি.আই.য়ে 'শি স্কিলস অ্যান্ড এন্ট্রোপ্রেনিওরশিপ সেন্টার' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে এবং রাজ্য সরকার ত্রিপুরা উইম্যান এন্ট্রোপ্রেনিওরশিপ পলিসি ২০২৫ সুনিশ্চিত করেছে।

১৮৬) শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য আরও ব্যবহার বান্ধব পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে চ্যাট বট, হোয়াটসঅ্যাপ ইন্টিগ্রেশন, প্যান ভেলিডেশন, ডিজিলকার এবং এন.টি.টি. লকারের সুবিধা সহ 'স্বাগত' সিঙ্গেল উইন্ডো পোর্টালকে পুনর্গঠনের কাজ চলছে।

১৮৭) আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এবং ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড লজিটিক্স সংক্রান্ত দুটি হাইলেভেল টাস্ক ফোর্সের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, যা অত্যন্ত গৌরবের বিষয়। যেখানে উত্তর পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য মুখ্যমন্ত্রী এবং ডোনার মন্ত্রকের সদস্যরাও ছিলেন। এই দুটি টাস্ক ফোর্সের চূড়ান্ত প্রতিবেদন বাস্তবায়নের জন্য ডোনার মন্ত্রকে জমা দেওয়া হয়েছে।

১৮৮) ২০২৫ সালে ল্যান্ড বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, ইউটিলিটিস এবং সিঙ্গেল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্সে ১০০ শতাংশ বিজনেস রিফর্ম বাস্তবায়নের মাধ্যমে ত্রিপুরা সমগ্র দেশে প্রথম স্থান অধিকার করেছে। আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত পঞ্চম চিফ সেক্রেটারিস কনফারেন্সে ত্রিপুরার এই সাফল্য উপস্থাপন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য, ব্যতিক্রমী বিজনেস রিফর্ম বাস্তবায়নের জন্য ত্রিপুরাকে ন্যাশনাল উদ্যোগ সঙ্গম ২০২৫-এ 'টপ অ্যাচিভার'-এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। রাজ্যস্তরীয় পর্যায়ে সামগ্রিক নিয়ন্ত্রক পরিবেশগত উন্নয়নে বিজনেস রিফর্ম গ্রহণের উপর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। এটি আমাদের কাছে গভীর গর্বের বিষয় যে, ল্যান্ড বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন, ইউটিলিটিস, লেবার এবং সকল শিল্প ও ব্যবসা বাণিজ্য সংক্রান্ত অনুমতির জন্য সিঙ্গেল উইন্ডো সিস্টেম এই অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ক্ষেত্রগুলিতে ডি-রেগুলেশন অ্যান্ড কমপ্লায়ান্স রিডাকশন ১.০ উদ্যোগ বাস্তবায়নে ১০০ শতাংশ সাফল্য অর্জন করে ত্রিপুরা রাজ্য সমগ্র দেশে প্রথম স্থান অর্জন করেছে।

১৮৯) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় আমাদের রাজ্যে সুবৃহৎ শিল্প পরিকাঠামোগত উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার উদ্দেশ্য বিদ্যুৎ সরবরাহ, সড়ক এবং প্লাগ-অ্যান্ড-প্লের সুবিধা সহ শিল্পাঞ্চলগুলির সামগ্রিক উন্নয়ন।

১৯০) রাজ্যে এম.এস.এম.ই., স্টার্ট আপ এবং বিনিয়োগকারীদের পণ্য প্রদর্শন, বাণিজ্য উন্নয়ন ও নতুন ব্যবসায়িক সুযোগ সুবিধা অনুসন্ধানের প্ল্যাটফর্ম হিসেবে ত্রিপুরা ইন্ডাস্ট্রিজ অ্যান্ড কমার্স ফেয়ার আয়োজন করা হয়েছে।

১৯১) তাছাড়া ৩ কোটি টাকার আর্থিক সহায়তায় রামকৃষ্ণ মিশন আই.টি.আই.-এর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন সাধিত হবে।

১৯২) আমি পেঁচারথলে ৩০০ জন শিক্ষার্থীর আসনবিশিষ্ট একটি নতুন ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব রাখছি।

১৯৩) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে উত্তর ত্রিপুরার ঊনকোটি, খোয়াই, গোমতী,

সিপাহীজলা এবং দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জেলা শিল্প কেন্দ্রের নতুন দপ্তর ভবন নির্মাণ করা হবে, যার জন্য ৭ কোটি ৮৭ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়েছে।

হস্ততাঁত, হস্তশিল্প ও রেশম চাষ :

১৯৪) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২৩ জন হস্ততাঁত বয়নকারীর জন্য ওয়ার্ক শেড প্রদান করা হয়েছে, যার জন্য ২৭ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। সন্ধ্যাকালীন কাজের সুবিধার জন্য ৫৮টি সৌরবাতি বিতরণ করা হয়েছে। ৪১৯ জন বয়নকারীকে ফ্রেমলুম ও প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়েছে, যার জন্য ১ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়েছে। তাছাড়া ৩টি রাজ্য হস্ততাঁত এক্সপো আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া দিল্লিতে অনুষ্ঠিত বয়নকারী ও কারিগররা ভারত আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলায় এবং গুয়াহাটিতে অনুষ্ঠিত বায়ার্স-সেলার্স মিটে অংশগ্রহণ করেছেন।

১৯৫) মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল বয়নকারী উন্নয়ন কর্মসূচির অধীনে ২০ হাজার জন ঐতিহ্যবাহী বয়নকারীকে জনপিছু ১.২৫ কেজি করে তুলা সুতা প্রদান করা হয়েছে এবং এতে ২ কোটি টাকা ব্যয় হয়েছে।

১৯৬) অধিকন্তু বিভিন্ন হস্ততাঁত ক্লাস্টারের ১২০ জন বয়নকারীকে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

১৯৭) হস্তশিল্পের উন্নয়নের জন্য ১৩টি নতুন ক্লাস্টার গঠন করা হয়েছে। বিভিন্ন ক্লাস্টারে ১২টি সচেতনতা কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১,২০০ জন কারিগর উপকৃত হয়েছেন। এছাড়া ১,৩৭৫টি টুল কিট বিভিন্ন কারিগরের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে।

১৯৮) সিল্ক সমগ্র ২.০ প্রকল্পের অধীনে ৫০০ একর জমিতে মালবেরি চাষ করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ১,০৩১ জন এই প্রকল্পে সুবিধা পেয়েছেন। তাছাড়া এই প্রকল্পের আওতায় ১২৪ জন সুবিধাভোগীকে পৃথক রেশমকীট পালনঘর নির্মাণে সহায়তা করা হয়েছে।

১৯৯) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে আগরতলার ইন্দ্রনগরে একটি হ্যান্ডলুম মিউজিয়াম এবং ট্রেনিং সেন্টার সহ হ্যান্ডলুম ভবন নির্মাণ করা হবে।

দক্ষতা উন্নয়ন :

২০০) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে মুখ্যমন্ত্রী দক্ষতা উন্নয়ন প্রকল্পের অধীনে চার হাজার চারশো সাঁইত্রিশ জন প্রার্থীকে বিভিন্ন দক্ষতামূলক কোর্সে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। চার হাজার ৭৪৪ জন ব্রু পরিবারের সদস্যকে জীবিকা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি তাদের টুল কীট সরবরাহ করা হয়েছে। পি.এম.কে.ভি.ওয়াই. ৪.০ প্রকল্পের অধীনে ২ হাজার ৪৪৫ জন প্রার্থী বিভিন্ন জব রোলে প্রশিক্ষণ পাচ্ছেন। রাজ্যের ৯৮৩টি বিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য মেগা ক্যারিয়ার গাইডেন্স সেশন পরিচালিত হচ্ছে। তাছাড়া ৩১টি সরকারি ডিগ্রি কলেজে ইংলিশ, এমপ্লয়িবিলিটি অ্যান্ড

এন্ট্রোপ্রেনিওরশিপ কোর্স পরিচালিত হয়েছে, যার মাধ্যমে ১,৬০০ এর বেশি কলেজ শিক্ষার্থী উপকৃত হয়েছে।

২০১) আমি 'মুখ্যমন্ত্রী আন্তর্জাতিক কর্মসংস্থান প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব রাখছি, যা নার্সিং, আই.টি.আই., ডিপ্লোমা এবং স্নাতক শিক্ষার্থীদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ প্রদান করবে। এই উদ্দেশ্যে বাজেটে ২ কোটি ২৫ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পেশাদার ড্রোন পাইলট অপারেটর তৈরির জন্য ডি.জি.সি.এ. অনুমোদিত লাইসেন্স সহ একটি ড্রোন স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। এ উদ্দেশ্যে বাজেটে ৩ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়েছে।

২০২) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে আগরতলা রামকৃষ্ণ মিশনের সহযোগিতায় একটি বিদেশি ভাষা শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হবে।

তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক :

২০৩) আমাদের সরকার রাজ্যের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার ও পুনর্জাগরণ করার পাশাপাশি লালন সংস্কৃতি বিকাশের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার অব্যাহত রেখেছে।

২০৪) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে গড়িয়া, দীপাবলি, খার্চি, নাট্য উৎসব, মায়ের গমন কার্নিভাল, শারদ সম্মান, হর ঘর তিরঙ্গা অভিযান, বইমেলা, ধ্রুপদী সংগীত, বহুভাষিক কবিতা ও সাহিত্য উৎসব, ভিস্যুয়াল আর্ট, লোক সংস্কৃতি, কীর্তন, পিলাক, মকর সংক্রান্তি, রাজর্ষি উৎসব প্রভৃতি বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানের পাশাপাশি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন মূলক কর্মসূচিও আয়োজন করা হচ্ছে। অডিশনের মাধ্যমে রাজ্যের উদীয়মান শিল্পীদের এমপ্যানেলমেন্ট করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে এবং ৯৬৭ জন গ্রেডেড আর্টিস্টকে শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া রাজ্যে শিল্পীদের উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আর্ট ফর্মের উপরে কর্মশালার আয়োজন করা হয়েছে। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের প্রচার ও প্রসারের জন্য ২৭টি সাংস্কৃতিক সংস্থাকে মোট ১৭ লক্ষ ৮২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। তাছাড়া নয়াদিল্লি, গুজরাট, তেলেঙ্গানা এবং উত্তরপ্রদেশে সাংস্কৃতিক বিনিময়মূলক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

২০৫) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে প্রথমবারের মতো ত্রিপুরা ফিল্ম অ্যান্ড টেলিভিশন ইন্সটিটিউট (টি.এফ.টি.আই.)-এ স্ক্রিন অ্যাক্টিং, ফিল্ম অ্যান্ড ভিডিও অ্যাডিটিং বিষয়ক এক বছরের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট সার্টিফিকেট কোর্স চালু হয়েছে, যেখানে কোর্স ফি-র উপর ৮০ শতাংশ রাজ্য সরকার ভর্তুকি দিচ্ছে।

২০৬) তাছাড়া রাজ্যে নিয়মিত সাংবাদিক, ফটো সাংবাদিক এবং ভিডিও সাংবাদিকদের জন্য স্কিল ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

পর্যটন :

২০৭) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার পর্যটন ক্ষেত্রে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ইকো ট্যুরিজমের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের পাশাপাশি অধিক সংখ্যক পর্যটক আকর্ষণের লক্ষ্যে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে।

২০৮) কেন্দ্রীয় পর্যটন মন্ত্রকের প্রসাদ প্রকল্পের অধীনে উদয়পুরের মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দিরের উন্নয়ন কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে গত ২০২৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর হাত ধরে তার উদ্বোধন হয়েছে। উদয়পুরের বনদুয়ারে ৯৭ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ৫১টি শক্তিপীঠের প্রতিরূপ / রেপ্লিকা নির্মাণ করা হয়েছে।

২০৯) ২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ইউনিটি প্রোমো ফেস্ট ২০২৫ নামে শীতকালীন উৎসব উদযাপিত হয়েছে। ২২টি রাজ্য ও চারটি দেশের ১২৫ জন প্রতিনিধি ট্যুর অপারেটর হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন।

২১০) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ২টি এ.সি. লাক্সারি কোচ এবং দুটি ইনোভা যান ক্রয় করা হয়েছে এবং সেগুলি ত্রিপুরা ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেডের প্যাকেজ ট্যুরের জন্য ব্যবহৃত হচ্ছে।

২১১) তাছাড়া এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের সহায়তায় এক্সটারনালি এইডেড প্রজেক্টের অধীনে বিভিন্ন পর্যটন পরিকাঠামোগত উন্নয়নমূলক কাজ গৃহীত হয়েছে।

২১২) রাজ্য সরকারের গঠনমূলক ও ইতিবাচক উদ্যোগের ফলে ২০২৫-২৬ অর্থবছরে (ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত) পর্যটকদের আগমন বেড়ে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার ৭৭২ জন হয়েছে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে সেই সংখ্যাটি ছিলো ৫ লক্ষ ২৯ হাজার ৮১৫ জন।

২১৩) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ডম্বুর লেকে একটি হাউস বোট চালু করা হবে। উদয়পুরের অমরসাগর লেকে ৪০ কোটি টাকা ব্যয় করে ওয়াটার ফ্রন্ট উন্নয়নের কাজ হবে এবং ৩০ কোটি টাকা ব্যয় করে ডম্বুরে টুইন আইল্যান্ডস উন্নয়ন কার্য সাধিত হবে। উভয় প্রকল্প উত্তর পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের আর্থিক সহায়তায় গৃহীত হবে।

২১৪) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ১৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ব্রহ্মকুন্ডকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

পরিবহণ :

২১৫) রেল যাত্রায় উন্নত অভিজ্ঞতা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ২০২৫ সালের নভেম্বর ডিসেম্বর মাসে আগরতলা-ধর্মনগর-আগরতলা, শিলচর-আগরতলা শিলচর এক্সপ্রেস ট্রেন, শিয়ালদহ-সাব্রুম কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে এল.এইচ.বি. সংযোজিত হয়েছে। আগরতলা থেকে গুয়াহাটি অব্দি যাতায়াতের জন্য সাপ্তাহিক ইন্টারসিটি এক্সপ্রেসেরও নতুন পরিষেবা চালু করা হয়েছে।

২১৬) সড়ক দুর্ঘটনা ও দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু কমাতে রাজ্য সরকার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। মোটর ভেহিক্যাল অ্যাক্ট ১৯৮৮ ধারা ১৩৫ (১-এ) অধীনে

জনপরিসরে সংঘটিত প্রাণহানি বা গুরুতর আঘাত জনিত সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও বিশ্লেষণ গভীরভাবে পর্যালোচনার জন্য ত্রিপুরা রোড এক্সিডেন্ট ইনভেস্টিগেশন স্কিম ২০২৫ প্রণয়ন করা হয়েছে, (ক্র্যাশ ইনভেস্টিগেশন স্কিম ২০২৫), যা ১০ এপ্রিল ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনার শিকারদের কাছে দ্রুত জরুরি পরিষেবা পৌঁছে দিতে সুইফট রেসপন্স প্রোটোকল এস.আর.পি. জারি করা হয়েছে ২০২৫ সালের ১০ নভেম্বর। এই প্রোটোকল পুলিশ, স্বাস্থ্য, পরিবহণ, পি.ডব্লিউ.ডি., অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা, ত্রিপুরা স্টেট ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অথরিটি, জেলা প্রশাসন এবং স্থানীয় সংস্থা সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত বিভাগের মধ্যে সমন্বিত প্রতিক্রিয়া ব্যবস্থা (সুইফট রেসপন্স প্রোটোকল) প্রতিষ্ঠা করেছে, যাতে দ্রুত উদ্ধার কার্য এবং সময়োপযোগী সহায়তা নিশ্চিত করা যায়।

২১৭) সড়ক দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, যা ২০২৩ সালে ২৪২ ছিল, তা ২০২৪ সালে ২১৩-এ নেমে এসেছে অর্থাৎ ১২ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে। তদুপরি সেই সংখ্যা ২০২৫ সালে ১৮২-তে নেমে এসেছে অর্থাৎ আরও ১৫ শতাংশ হ্রাস পেয়েছে।

২১৮) ভারতের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী পি.এম. রাহত অর্থাৎ ক্যাশলেস ট্রিটমেন্ট অব রোড এক্সিডেন্ট ভিক্টিম স্কিম ২০২৫ চালু করেছেন এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ইং তারিখে এই প্রকল্পের উদ্বোধন করেছেন। এই প্রকল্পে মোটর যান ব্যবহারজনিত সড়ক দুর্ঘটনার শিকার প্রতি ব্যক্তিকে সর্বোচ্চ ৭ দিনের জন্য দেড় লক্ষ টাকা পর্যন্ত নগদবিহীন চিকিৎসার সুবিধা প্রদান করা হয়। রাজ্যের পরিবহণ দপ্তর এই প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত প্রক্রিয়াও ইতিমধ্যে সম্পন্ন করেছে।

২১৯) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে সিধাই মোহনপুর, কল্যাণপুর এবং যতনবাড়িতে নতুন মোটরস্ট্যান্ড নির্মাণের প্রস্তাব করছি এবং এজন্য বরাদ্দ রাখা হয়েছে ১৮ কোটি টাকা।

পূর্ত (সড়ক ও সেতু) :

২২০) আমাদের সরকার নিরাপদ, টেকসই এবং জলবায়ু সহনশীল পরিকাঠামো গড়ে তোলার প্রতি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সড়ক নেটওয়ার্কের উন্নয়ন, সরকারি ভবনের আধুনিকীকরণ এবং নির্মাণ কাজের মান উন্নয়নের লক্ষ্যে দপ্তর বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

২২১) আগামী অর্থবছরে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা আরও সুদৃঢ় করা, চলমান পরিকাঠামো প্রকল্পসমূহ সময় মতো সম্পন্ন করা, আধুনিক নির্মাণ প্রযুক্তি ব্যবহার বৃদ্ধি করা এবং সরকারি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ উন্নত করার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এর ফলে সেবা প্রদান ব্যবস্থা আরও কার্যকর হবে এবং সমগ্র রাজ্যের সামগ্রিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে।

২২২) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে চারশো চল্লিশ কিলোমিটার সড়কের নির্মাণ ও উন্নয়ন সম্পন্ন হয়েছে। ২৫.৪০ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের আগরতলা পশ্চিম বাইপাস, ১৩৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের খোয়াই, তেলিয়ামুড়া, হরিনা জাতীয় সড়ক এবং ১৯ কিলোমিটার

দৈর্ঘ্য সম্পন্ন চম্পকনগর থেকে খয়েরপুর পর্যন্ত চার লেন রাস্তার নির্মাণ কাজ বর্তমানে চালু রয়েছে।

২২৩) চুরাইবাড়ি থেকে আগরতলা এবং আগরতলা থেকে উদয়পুর পর্যন্ত এন.এইচ.-৮-এর চার লেন করার কার্য, আগরতলা পূর্ব বাইপাস এবং উদয়পুর থেকে অমরপুর পর্যন্ত নতুন সংযোগ সড়কের ডি.পি.আর. প্রস্তুতির প্রাথমিক কাজ বর্তমানে চলছে।

২২৪) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে ৯৮০ কিলোমিটার জেলা সড়কের নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং আটটি আর.সি.সি. সেতুর কাজ গ্রহণ করা হবে। ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে যেসব গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নির্মাণের কাজ গ্রহণ করা হবে সেগুলি নিম্নরূপ - (i) খোয়াই জেলার চেবরি থেকে তুলাশিখর পর্যন্ত সড়কের মানোন্নয়ন ও শক্তিশালীকরণে ১৮ কোটি ২০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। (ii) খোয়াই জেলার রামচন্দ্রঘাট থেকে ধলাবিল চৌমুহনি পর্যন্ত সড়কের উন্নয়নে ১৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। (iii) ভারতচন্দ্রনগর ব্লকের পাইখোলা বাজার থেকে জসমুড়া ত্রিসংযোগ পর্যন্ত সড়ক উন্নয়নে ১১ কোটি ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। (iv) গন্ডাছড়া থেকে বাবুসাই ক্যাম্প পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে ৬৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। (v) গোমতী জেলার সিমসিমা থেকে গঙ্গাছড়া পর্যন্ত সড়ক নির্মাণে ৬ কোটি ৩ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

২২৫) আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, ভারত সরকারের ব্যয় বিভাগ 'ত্রিপুরা স্টেট হাইওয়ে ইমপ্রুভমেন্ট অ্যান্ড আরবান মবিলিটি প্রজেক্ট পি.পি.আর.আই.ডি. ২২৬২৫' নামে ১,৯২৬ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প অনুমোদন করেছে। নিম্নোক্ত সড়কসমূহ এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে - (i) চম্পকনগর থেকে উদয়পুর, খুমলুঙ ও জম্পুইজলা হয়ে ৪০ কিমি (ii) জলেবাসা-কাঞ্চনপুর আনন্দবাজার সড়ক ৫৪ কিমি (iii) শান্তিরবাজার থেকে করবুক বকাফা স্কুল হয়ে ২৬ কিমি (iv) যোগেন্দ্রনগর থেকে জম্পুইজলা আনন্দনগর, গাবুর্দি ও টাকারজলা হয়ে ২৮ কিমি।

২২৬) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ই.এ.পি. (EAP) ঋণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হবে এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন শুরু হবে। ৩ বছরের মধ্যে বাস্তবায়ন সম্পন্ন হবে।

পূর্ত (পানীয়জল) :

২২৭) প্রতিটি পরিবারের জন্য সরবরাহকৃত জলের সংযোগ প্রদানে আমাদের রাজ্য উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, ১২ মার্চ, ২০২৬ ইং তারিখ পর্যন্ত রাজ্যের মোট ৬ লক্ষ ৪৮ হাজার ২২৪টি অর্থাৎ (৮৬.৩৩ শতাংশ) গ্রামীণ পরিবারে ট্যাপ ওয়াটার সংযোগ পৌঁছেছে।

২২৮) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে বিয়াল্লিশটি ডিপটিউবওয়েল খনন করা হয়েছে এবং ১৫০টি ডিপ টিউবওয়েল, ৩৩৮টি স্মল বোর ডিপ টিউব ওয়েল প্রকল্প এবং ৩৭টি উদ্ভাবনী প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

২২৯) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অবশিষ্ট ১ লক্ষ ৩ হাজার ২৬৬টি গ্রামীণ

পরিবারকে এই পরিষেবার আওতায় আনা হবে। আশা করা যায় যে, ৩৫৫টি ডিপটিউবওয়েল, ৭৫৯টি স্মর বোর ডিপটিউবওয়েল প্রকল্প, ২৫৮টি উদ্ভাবনী প্রকল্প, ১,৫৪৩টি আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট এবং ৩টি সারফেস ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট চালু করা হবে।

পূর্ত জলসম্পদ :

২৩০) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ১,৪৮৪ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে নিশ্চিত সেচের আওতায় আনা হয়েছে। বর্তমানে আরও দশ হাজার চারশো হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে নিশ্চিত সেচের আওতায় আনতে ৪২২টি ডিপ টিউবওয়েল, ৩২টি লিফট ইরিগেশন প্রকল্প, ১৪টি মাইনর ইরিগেশন স্টোরেজ প্রকল্প এবং একটি ডাইভারশন প্রকল্প চালু রয়েছে।

২৩১) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে সারা রাজ্যে ৩১.৯২ কিলোমিটার জুড়ে ১৬০টি ভূমিক্ষয়রোধী / বন্যা সুরক্ষার কাজ গৃহীত হয়েছে। কৈলাসহরের ৬টি ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ, বিলোনীয়ার দুটি বাঁধ এবং হাওড়া নদীতে একটি বাঁধ শক্তিশালীকরণের কাজ নেওয়া হয়েছে।

২৩২) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৮২ কোটি ৫৩ লক্ষ টাকার আর্থিক বরাদ্দে ১২.৭৯ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের ৪৮টি ক্ষয়রোধী / বন্যা সুরক্ষার কাজ রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গ্রহণ করা হবে। গোমতী জেলার কুশামারা জি.পি. এবং জামজুরি জি.পি.-তে ২টি আর.সি.সি. স্লুইস গেট নির্মাণ এবং উদয়পুর মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলের অন্তর্গত গোমতী নদীর বাম তীরে একটি ভূমিক্ষয়রোধী কাজ হাতে নেওয়া হবে।

২৩৩) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ৪১ কোটি ১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে হাওড়া নদীর বিদ্যমান বাঁধ সম্প্রসারণ (৬৫০ মিটার) এবং হাওড়া ও কাটাখাল নদীর বাঁধ শক্তিশালীকরণের কাজ গ্রহণ করা হবে।

বিদ্যুৎ :

২৩৪) সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থে রাজ্যের বিদ্যুৎ খাত নির্ভরযোগ্য, দক্ষ এবং টেকসই বিদ্যুৎ সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ধারাবাহিক উন্নতি বজায় রেখেছে। ত্রিপুরা স্টেট ইলেকট্রিসিটি কর্পোরেশন লিমিটেড ব্যাপকভাবে স্মার্ট ইলেক্টিসিটি মিটার স্থাপন শুরু করেছে। যার ফলে সঠিক বিলিং, রিমোট মনিটরিং এবং উন্নত গ্রাহক পরিষেবা সম্ভবপর হচ্ছে।

২৩৫) রাজ্য বিদ্যুৎ নিগম বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ এবং বিপুল পরিমাণ রাজস্ব পুনরুদ্ধারের লক্ষ্যে বিদ্যুৎ চুরি বিরোধী অভিযান ও নজরদারি কার্যক্রমও জোরদার করেছে। যার ফলে নিগমের আর্থিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী হয়েছে। এই উদ্যোগগুলি রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী করতে খুবই সহায়ক হচ্ছে এবং এই সমস্ত পদক্ষেপ ত্রিপুরা রাজ্যের প্রতিটি নাগরিকের জীবনযাত্রার মান

উন্নত করে, এমন একটি আধুনিক, কার্যকর এবং টেকসই বিদ্যুৎ খাত গড়ে তোলার প্রতি আমাদের সরকারের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে। ২০২৬-২৭ অর্থবছরে ১০ কোটি ৭২ লক্ষ টাকার বরাদ্দে একটি ইমার্জেন্সি রেস্টোরেশন সিস্টেম (ই.আর.এস.) চালু করা হবে। এছাড়াও খোয়াই জেলার কল্যাণপুরে ১৩২ কেভি ক্ষমতা সম্পন্ন একটি নতুন সাব-স্টেশন স্থাপন করা হবে এবং এর জন্য ২৪ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তর ত্রিপুরায় ১৩২ কেভি একক সার্কিট লাইনে পুরোনো পরিবাহী তারের পরিবর্তে নতুন তার স্থাপন করা হবে, যার জন্য ৩ কোটি ৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উদয়পুরের পালাটানাতে ১৩২ কেভি (দ্বিতীয়) একক সার্কিট লাইনে নতুন পরিবাহী তার স্থাপনের জন্য ৩২ কোটি ২১ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি :

২৩৬) ভোক্তাদের উচ্চমাত্রায় বিদ্যুৎ বিলের চাপ কমানোর লক্ষ্যে রাজ্য সরকার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির উপর বিশেষ জোর দিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থান, গ্রামীণ বাজার এবং কিছু গ্রামে সৌর আলোকায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে সৌর বাতির ব্যবহার প্রসারে রাজ্য সরকার প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। পি.এম. সূর্যঘর প্রকল্প আমাদের রাজ্যে বাস্তবায়িত হচ্ছে এবং ভারত সরকার প্রদত্ত ভর্তুকির সহায়তায় বহু পরিবার তাদের বাড়িঘরে সৌরবিদ্যুৎ ব্যবস্থা স্থাপন করেছে।

২৩৭) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে পি.এম.-ডেভাইনের অধীনে ৩ হাজার ৩৩৫ কে.ডব্লিউ.পি. সোলার মাইক্রো গ্রিড এবং পি.এম. জনমনের অধীনে ২৬৫ (kwp) সোলার মাইক্রোগ্রিড সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন গ্রামীণ বাজার, মোটরস্ট্যান্ড, চেকপোস্ট এবং বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জনবহুল স্থানে ১৮২টি সোলার হাইমাস্ট স্থাপন করা হয়েছে। রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে পানীয়জলের উৎসের জন্য ১৬৪টি সৌরচালিত পাম্প এবং বিভিন্ন সরকারি বাগিচায় চুয়াল্লিশটি সৌরচালিত পাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

২৩৮) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে পি.এম.-সূর্যঘর প্রকল্পের অধীনে সরকারি ভবনসমূহে সৌর বিদ্যুতায়ন করা হবে। এই উদ্দেশ্যে ৬০ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। পানীয়জলের জন্য ৮ কোটি ৫১ লক্ষ টাকার বরাদ্দে ৫০টি সৌরচালিত ওয়াটার পিউরিফিকেশন প্ল্যান্ট (সি.ডব্লিউ.পি.পি.) স্থাপন করা হবে। সি.এস.আর. প্রকল্পের অধীনে ত্রিপুরার চল্লিশটি অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে ৭৫০ (kwp) সোলার পাওয়ার প্যাক স্থাপন ও চালু করা হবে।

২৩৯) জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের অধীনে ৫০টি জনজাতি বালক ও জনজাতি বালিকা হোস্টেলে ১৮ কোটি ৯৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ব্যাটারি বেকআপ সহ ১০ (kwp) হাইব্রিড এস.পি.ভি. পাওয়ার প্ল্যান্ট এবং সৌরভিত্তিক সি.ডব্লিউ.পি.পি. স্থাপন ও চালু করা হবে।

নগরোন্নয়ন :

২৪০) প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা আরবান বাস্তবায়নে ত্রিপুরা দেশের অন্যতম সেরা রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। শহর এলাকায় বসবাসকারী দরিদ্র জনসাধারণের জন্য ৮১ হাজার ৪২টি বাড়ি নির্মাণ অনুমোদিত হয়েছে, যার মধ্যে ৭৪ হাজার ৮৮০টি অর্থাৎ ৯২ শতাংশ বাড়ি নির্মাণ ইতিমধ্যেই সম্পন্ন হয়েছে। ত্রিপুরা আরবান প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আবাসন প্রকল্পের অধীনে বিবেকানন্দ মার্কেটে নির্মিত ফ্ল্যাটগুলি ক্রেতাদের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে এবং কুঞ্জবন প্রকল্পের ফ্ল্যাট নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

২৪১) স্বচ্ছ ভারত মিশনের অধীনে আগরতলা এবং অন্যান্য ছোট শহরে নদী দূষণ রোধ এবং শহরে স্যানিটেশনের ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে সিউয়েজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট, ইন-সিটু নালা ট্রিটমেন্ট ওয়ার্ক এবং অক্সিডেশন পন্ড নির্মাণ করা হচ্ছে।

২৪২) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে আগরতলা স্মার্ট সিটি মিশনের অধীনে ৯৬ কোটি ১৬ লক্ষ টাকায় বিমানবন্দরের সড়ক করিডোরের চার লেন করার কাজ, ৩২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকায় মহারাজা বীরবিক্রম মহাবিদ্যালয়স্থিত জলাশয়ের পুনরুজ্জীবিত করার কাজ এবং ২ কোটি ৭১ লক্ষ টাকায় মহারাজগঞ্জ বাজারস্থিত পুকুরের উন্নয়ন সহ একাধিক উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন হয়েছে।

২৪৩) এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের ঋণ সহায়তায় ত্রিপুরা আরবান অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের অধীনে বৃহৎ আকার নাগরিক পরিকাঠামো প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। আনুমানিক ৫৩০ কোটি টাকার এই প্রকল্প রাজ্যের ১২টি শহরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে এবং জল সরবরাহ, সড়ক, নিকাশি ও পর্যটন পরিকাঠামোর উন্নয়নের উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। প্রায় ৭৫ হাজার পরিবারকে বিশুদ্ধ পানীয়জল সরবরাহের উদ্দেশ্যে ৩০৫ কিলোমিটারেরও বেশি জল বিতরণকারী পাইপলাইন বসানো হচ্ছে। এর পাশাপাশি টিউব ওয়েল, আয়রন রিম্যুভাল প্ল্যান্ট, জল পরিশোধন প্ল্যান্ট, ওভারহেড জলাধার, রাস্তা এবং ড্রেনেজ নেটওয়ার্ক নির্মিত হচ্ছে। ২০২৭ সালের মার্চ মাসের মধ্যে সব কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টে ওয়াটার সাপ্লাই ম্যানেজমেন্টের সিস্টেমের পাশাপাশি ১০টি ওয়াটার ট্যাঙ্কার ক্রয় করা হচ্ছে। বিভিন্ন আরবান লোকাল বডিতে জলের এ.টি.এম. স্থাপন করা হবে।

২৪৪) ত্রিপুরা শহুরী আজীবিকা মিশন (টি.ইউ.এল.এম.) শহরে বসবাসরত দরিদ্র পরিবারসমূহ বিশেষত দরিদ্র মহিলাদের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ৬৬ হাজারেরও বেশি সংখ্যক মহিলাকে স্বসহায়ক দলের মাধ্যমে সংগঠিত করা হয়েছে এবং তাদের রিভলভিং ফান্ড, ঋণ সহায়তা, দক্ষতা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ এবং জীবিকা নির্বাহজনিত নানা সুযোগ প্রদান করা হয়েছে। নারী নেতৃত্বাধীন স্ব-সহায়ক দলগুলি সফলভাবে ক্যান্টিন পরিচালনা করছে, মধ্যাহ্নভোজন সরবরাহ করছে এবং অ্যামাজন ও ফ্লিপকার্টের মতো ই-কমার্স প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে তাদের পণ্য বিপণন করছে। নগর এলাকায় পানীয়জলের সরবরাহ ব্যবস্থাপনা উন্নত করতেও স্ব-সহায়ক দলের মহিলাদের নিযুক্ত করা হয়েছে। (PM-SVANidhi) প্রকল্পের অধীনে ৫ হাজার ৮০০ এর বেশি

স্ট্রিট ভেন্ডারকে ১৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকার ঋণ দেওয়া হয়েছে এবং পাশাপাশি ডিজিটাল ইনসেনটিভ এবং সোশ্যাল সিকিউরিটি বেনিফিটও প্রদান করা হয়েছে। আগরতলাতে আরবান পোভার্টি এলিভিয়েশন পাইলট প্রজেক্ট নামে একটি নতুন প্রকল্প ঝুঁকিপূর্ণ পেশায় নিযুক্ত শ্রমজীবীদের পরিবর্ধিত ঋণ সহায়তার মাধ্যমে সহায়তা করছে।

২৪৫) আমি আনন্দের সাথে জানাচ্ছি যে, মিউনিসিপ্যাল শেয়ারড সার্ভিস সেন্টার বাস্তবায়নের জন্য ভারত সরকার ৪৮ কোটি ৭৪ লক্ষ টাকা অনুমোদন করেছে। উদয়পুরের স্যাটেলাইট টাউন প্রজেক্টের প্রাথমিক কাজ শুরু হয়েছে, যার জন্য ১০ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থা ও তরল বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উপর রাজ্য সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, যার জন্য চল্লিশ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। আগরতলা পুরনিগম এলাকার অন্তর্গত দুর্গাচৌমুহনি বাজারের নির্মাণ কাজের জন্য ১০ কোটি টাকার প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

২৪৬) ৫ বছরে ১৫০০ কোটি টাকার ব্যয়ে চালু হওয়া মুখ্যমন্ত্রী নগর উন্নয়ন প্রকল্প সমগ্র নগরোন্নয়ন ব্যবস্থার একটি প্রধান চালিকাশক্তি হয়ে উঠেছে। এই প্রকল্প নগরবাসীর মৌলিক পরিষেবা ও জনসুবিধা উন্নত করেছে এবং কাজের তদারকিতে মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অংশগ্রহণ সুনিশ্চিত করে স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা বাড়িয়েছে। শাসন এবং উন্নয়নে উৎকর্ষের জন্য এই উদ্যোগটি রাষ্ট্রীয়স্তরে স্বীকৃত হয়েছে এবং আমরা মর্যাদাপূর্ণ স্কচ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অর্জন করেছি।

২৪৭) আগরতলা পুর কর্পোরেশন সহ বিভিন্ন আরবান লোকাল বডি পরিকাঠামো উন্নয়নের জন্য (SASCI)-এর অধীনে ২০৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা অনুমোদন করা হয়েছে এবং এ সমস্ত প্রকল্প ২০২৬-২৭ অর্থবছরে বাস্তবায়িত হবে।

২৪৮) ২০২৬-২৭ অর্থবছরে অন্যান্য প্রকল্পের পাশাপাশি নিম্নলিখিত গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পগুলি গ্রহণ করা হবে- (i) পশ্চিম ত্রিপুরার আরবান লোকাল বডিগুলির অন্তর্গত নাগরিকদের মৌলিক পরিকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্যে নেইবারহুড ইমপ্রুভমেন্ট প্ল্যান গ্রহণ করা হবে এবং এর জন্য বরাদ্দ থাকবে ২ কোটি টাকা। (ii) উত্তর ত্রিপুরা জেলার ইউ.এল.বি.-গুলিতে পানীয়জল সংরক্ষণ ও সরবরাহ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য চারশো কিলোলিটার ক্ষমতা সম্পন্ন DTW ও IRP সমন্বিত জলাধার ব্যবস্থার উন্নয়ন সুনিশ্চিত করতে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হবে, যার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ৮ কোটি টাকা। (iii) দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার পুরপরিষদের অন্তর্গত কালাছড়ার নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং একটি পাম্পিং স্টেশন নির্মাণের জন্য ৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এর ফলে বন্যার জল নিষ্কাশনের মাধ্যমে নগর অঞ্চলে বন্যা প্রতিরোধে উল্লেখযোগ্য সাফল্য অর্জন করা যাবে। (iv) গোমতী জেলার অমরপুর পুরপরিষদের ১০ নম্বর ওয়ার্ডের শংকরীটিলায় পানীয়জল ব্যবস্থার উন্নয়নে ৬ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

সমবায় :

২৪৯) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ২৬৮টি ল্যামপস ও প্যাকসের কম্পিউটারাইজেশন

সম্পন্ন করা হয়েছে।

২৫০) ডিজিটাল ইন্ডিয়া উদ্যোগের আওতায় সমবায় ব্যাঙ্ক আধুনিকীকরণের লক্ষ্যে ত্রিপুরা কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচার অ্যান্ড রুর‍্যাল ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কম্পিউটারাইজেশন সম্পন্ন হয়েছে।

২৫১) ইজ অব ডুয়িং বিজনেসের অংশ হিসেবে 'স্বাগত' পোর্টালের মাধ্যমে সমবায় সমিতিগুলি অনলাইন রেজিস্ট্রেশন শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত এই পোর্টালের মাধ্যমে ১ হাজার ৪২টি সমবায় সমিতির রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে।

২৫২) ল্যাম্পস / প্যাকসগুলিকে সি.এস.সি. হিসেবে কার্যকর করার জন্য ভারত সরকারের সমবায় মন্ত্রক, তথ্য প্রযুক্তি ও ইলেক্ট্রনিক মন্ত্রক, নাবার্ড এবং সি.এস.সি. ই-গভর্নেন্স সার্ভিস লিমিটেডের মধ্যে একটি মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে, যার মাধ্যমে এই সমিতিগুলি বিভিন্ন ই-পরিষেবা প্রদান করতে পারবে।

আইন :

২৫৩) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে খোয়াই কোর্ট ভবনের ভার্টিকেল এক্সটেনশন সম্পন্ন হয়েছে। মোহনপুরে এস.ডি.জে.এম. ও সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশনের আদালত ভবন নির্মাণ সম্পন্ন হয়ে উদ্বোধন করা হয়েছে। তেলিয়ামুড়ায় এস.ডি.এম. অফিসের পুরোনো ভবন সংস্কার করে এস.ডি.জে.এম. ও সিভিল জাজ জুনিয়র ডিভিশনের আদালত হিসেবে ব্যবহারের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন হবে।

২৫৪) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ত্রিপুরা আইন সেবা কর্তৃপক্ষ মোট ২১ হাজার ৭৮৪টি আইনি সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করেছে, যাতে ১ লক্ষ ৯০ হাজার ৮৯৪ জন মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। ৯০১ জনকে প্যানেলভুক্ত আইনজীবী প্রদান করা হয়েছে এবং ৩ হাজার ৩৫৩ জনকে আইনি পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ২৮টি ভিক্টিম কমপেনসেশন পিটিশন নিষ্পত্তি করা হয়েছে এবং ৮৩ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২৫ সালে ১ ও ২ নভেম্বর অর্থাৎ ২ দিন বিশালগড়ে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে ত্রিপুরা আইন সেবা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে জেলবন্দীদের জন্য ধ্যান ও অনুপ্রেরণামূলক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

২৫৫) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে লোক আদালতের মাধ্যমে মোট ২৫ হাজার ২৪০টি মামলা নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এছাড়া ১২ জুলাই, ২০২৫ এবং ২৬ জুলাই, ২০২৫ তারিখে দুটি বিশেষ লোক আদালত অনুষ্ঠিত হয় যেখানে মোট ১৪ হাজার ১৪টি মামলার গ্রহণ করা হয় এবং ৯ হাজার ৭২৬টি মামলার নিষ্পত্তি হয়।

২৫৬) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে আরও অধিক পরিমাণে এই ধরনের আইনি সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে যাতে দরিদ্র জনসাধারণ বিনামূল্যে আইনি পরিষেবার সুবিধা নিতে পারেন।

কর্মসংস্থান পরিষেবা ও জনবল পরিকল্পনা :

২৫৭) জাতীয় ক্যারিয়ার সার্ভিস প্রকল্পের অধীনে ৬টি চাকরি মেলা এবং একাধিক রিক্রুটমেন্ট ড্রাইভের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে, যাতে চাকরি প্রার্থী এবং বেসরকারি নিয়োগ কর্তাদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা যায়। তরুণদের উপযুক্ত কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সম্পর্কে সহায়তা করতে ১২টি ভোকেশনাল গাইডেন্স প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণ করেছেন ৫৪০ জন কর্মসংস্থান প্রার্থী। বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় পর্যায়ে ৮২টি ক্যারিয়ার কাউন্সেলিং প্রোগ্রাম পরিচালনা করা হয়েছে, যেগুলির মাধ্যমে ১২ হাজার ৯০৭ জন শিক্ষার্থী ও কর্মসংস্থান প্রার্থীদের উন্নততর জীবিকার সুযোগ ও দক্ষতা বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা হয়েছে। ৬টি ক্যারিয়ার এক্সিবিশনের আয়োজন করা হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণকারী ১ হাজার ৩৪২ জন শিক্ষার্থীকে বিভিন্ন পেশা ও কর্মপথ সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদান করেছে। অগ্নিবীর রিক্রুটমেন্ট স্কিম সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধা সম্পর্কে তরুণদের অবহিত করতে ৫৬টি ক্যারিয়ার অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আয়োজন করা হয়েছে, যার মাধ্যমে ৭ হাজার ৩৪৮ জন চাকরি প্রার্থী উপকৃত হয়েছেন।

২৫৮) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে যুব সমাজের জন্য উন্নততর কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে এমন আরও ক্যারিয়ার কর্মসূচি আয়োজন করা হবে।

অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান :

২৫৯) ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে ত্রিপুরার জন্য কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্স (সি.পি.আই.) এবং ডিস্ট্রিক্ট ডোমেস্টিক প্রোডাক্ট (ডি.ডি.পি.) প্রণয়ন পদ্ধতি উদ্ভাবনের উদ্দেশ্যে ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিকেল ইন্সটিটিউট (আই.এস.আই.), কলকাতার সঙ্গে স্বাক্ষরিত মৌ চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে। জাতীয় কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে হাউসহোল্ড সোশ্যাল কনভেনশন, হেলথ এবং টেলিকম ও এডুকেশন সংক্রান্ত কম্প্রিহেনসিভ মডিউলার সার্ভে (সি.এম.এস.)-কে কেন্দ্র করে ৮০তম ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে (এন.এস.এস.) সফলভাবে সুসম্পন্ন হয়েছে।

সুশাসন :

২৬০) ভারতের মধ্যে প্রথম ত্রিপুরা রাজ্যে উদ্ভাবনী শক্তি, উদ্যোক্তা বিকাশ এবং প্রযুক্তি নির্ভর উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে আমাদের রাজ্যে প্রথম স্টেট ইনোভেশন মিশন চালু করা হয়েছে। এই মিশনের লক্ষ্য হলো সরকারি দপ্তর, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, শিল্প ক্ষেত্রের অংশীদার এবং স্টার্টআপকে একটি সমন্বিত ব্যবস্থায় একত্রিতকরণ।

২৬১) রাজ্য সরকার প্রথমবারের মতো প্রবাসী ত্রিপুরাবাসী সামিটের আয়োজন করেছে, যার মাধ্যমে বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ত্রিপুরার প্রবাসীদের রাজ্যের উন্নয়নযাত্রায়

অংশগ্রহণের মাধ্যমে সামিল করার জন্য একটি সুশৃঙ্খল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করেছে। এই উদ্যোগের ফলে প্রবাসী সদস্যদের মধ্যে একটি নেটওয়ার্ক গড়ে উঠেছে এবং এতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে ছিঁটিয়ে থাকা ৮০ জনেরও বেশি বিশিষ্ট পেশাজীবী সমাজের মানুষ অংশগ্রহণ করেছেন। বিনিয়োগ, প্রসার, উদ্ভাবন, মেন্টারশিপ এবং ত্রিপুরার বিশ্বমানের ব্র্যান্ডিংয়ে প্রবাসীদের সুচারু দক্ষতা কাজে লাগানোই এই প্ল্যাটফর্মের মুখ্য উদ্দেশ্য।

২৬২) ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষে রাজ্যের প্রতিটি জেলায় ইনোভেশন সেন্টার স্থাপন করা হবে। পাশাপাশি তৃণমূল স্তর পর্যন্ত উদ্ভাবকদের উৎসাহিত করতে ডিস্ট্রিক্ট ইনোভেটর 'ফেলোশিপ' চালু করা হবে।

সাধারণ প্রশাসন :

২৬৩) নয়াদিল্লির চানক্যপুরিতে বীর টিকেন্দ্রজিৎ মার্গে অবস্থিত ত্রিপুরা ভবনের অ্যানেক্স বিল্ডিং নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে, যার জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে ২ কোটি ৯৫ লক্ষ টাকা।

২৬৪) ২০২৫ সালের নভেম্বর মাসে হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত তেলেঙ্গানা নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া কানেক্ট : টেকনো কালচারেল ফেস্টিভেলে তেলেঙ্গানার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ত্রিপুরা সরকারকে হায়দ্রাবাদে নতুন ত্রিপুরা ভবন নির্মাণের জন্য জমি পাবে।

সাধারণ প্রশাসন (রাজনৈতিক) :

২৬৫) সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের ১৫০ তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রীয় একতা দিবস ২০২৫ উদযাপন করা হয়েছে। এই উপলক্ষ্যে রাজ্যের রাজধানী ও প্রতিটি জেলা সদর কার্যালয়ে রাষ্ট্রীয় ঐক্য শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান, রান ফর ইউনিটি এবং মার্চপাস্টের আয়োজন করা হয়েছে। ত্রিপুরা এমালগামেটেড স্পেশাল ফান্ড থেকে ত্রিপুরার অবসরপ্রাপ্ত অপেনশনভোগী একজন প্রাক্তন সেনাকর্মীর বিধবা স্ত্রীকে মাসিক ১২ হাজার টাকা রক্ষণাবেক্ষণ ভাতা প্রদান করা হয়েছে।

শ্রম :

২৬৬) ভারত সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রক ২১-১১-২০২৫ তারিখ থেকে সমগ্র দেশে ৪টি শ্রম কোড কার্যকর করেছে, যা ২৯টি শ্রম আইনকে একত্রিতকরণের একটি নতুন ধারণা। এর ফলে ন্যূনতম ১ বছর কাজ করলেই গ্র্যাচুয়িটি পাওয়ার অধিকার, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিযুক্ত এমনকি একজন শ্রমিকদের জন্যও ই.এস.আই. প্রদানের সুবিধা, প্রত্যেক শ্রমিককে বাধ্যতামূলক নিয়োগপত্র প্রদান, ইউনিভার্সেল মিনিমাম ওয়েজের ব্যবস্থা এবং আরও বহু শ্রম সংস্কার কার্যকরী হয়েছে, যা শিল্পোন্নয়নের

পথকে সুপ্রশস্ত করবে।

২৬৭) মিনিমাম ওয়েজেস অ্যাক্ট, ১৯৪৮-এর অধীনে রাজ্যের ২০টি নির্ধারিত শ্রম ক্ষেত্রে নিযুক্ত বিভিন্ন শ্রেণির শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ভেরিয়েবল ডিয়ারনেস অ্যালাউন্স (ভি.ডি.এ.) সংশোধন করেছে, যা ১ অক্টোবর, ২০২৫ থেকে কার্যকর হয়েছে। লেবার ব্যুরো, সিমলা কর্তৃক প্রকাশিত কনজিউমার প্রাইস ইনডেক্সের (সি.পি.আই.)-এর বৃদ্ধির ভিত্তিতে এই ২০টি নির্ধারিত শ্রমক্ষেত্রের ভি.ডি.এ.-ও সংশোধন করা হয়েছে, যার ফলে রাজ্যের ২ লক্ষ ৫০ হাজারের বেশি শ্রমিক / কর্মচারী উপকৃত হয়েছেন।

২৬৮) ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশান ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড (টি.বি.ও.সি.ডব্লিউ.ডব্লিউ বোর্ড) নিবন্ধীকৃত নির্মাণ শ্রমিক ও তাদের পরিবারের সদস্যদের 'উম্ব টু টুম্ব' সামাজিক সুরক্ষা দেওয়ার লক্ষ্যে মডেল ওয়েলফেয়ার স্কিম চালু করেছে। এই প্রকল্প রাজ্যে নির্মাণ শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প ২.০ (এন.এস.কে.পি. ২.০) নামে শুরু হয়েছে, যার আওতায় বিবাহ সহায়তা ২৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ৫০ হাজার টাকা, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সহায়তা ৫ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ১০ হাজার টাকা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা ৫ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে ৮ হাজার টাকা, পেনশন ৭০০ টাকা থেকে ১ হাজার টাকা, শিক্ষা সহায়তা ৮ হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০ হাজার টাকা এবং মৃত্যুকালীন সহায়তা স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে ২০ হাজার টাকা থেকে ২ লক্ষ টাকা এবং দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষেত্রে চল্লিশ হাজার টাকা থেকে বৃদ্ধি করে চার লক্ষ টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। এন.এস.কে.পি. ২.০-তে নতুনভাবে অন্তর্ভুক্ত সুবিধার মধ্যে রয়েছে স্থায়ী প্রতিবন্ধী ভাতা, যার অধীনে মাসিক ৩ হাজার টাকা প্রদান করা হবে এবং নিবন্ধীকৃত মহিলা নির্মাণ শ্রমিকদের জন্য ত্রৈমাসিক মাতৃত্বকালীন ছুটির সুযোগ দেওয়া হবে।

২৬৯) নিবন্ধিত নির্মাণ শ্রমিকদের সন্তানের জন্য পোশাক, খাদ্য, বই কেনার উদ্দেশ্যে বার্ষিক ২ হাজার টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান সংক্রান্ত একটি নতুন প্রকল্প ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশান ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড চালু করেছে।

২৭০) ২০২৫-২৬ অর্থবছরে ত্রিপুরা বিল্ডিং অ্যান্ড কনস্ট্রাকশান ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার বোর্ড নিবন্ধিত শ্রমিকদের ৭ কোটি ১৮ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন নির্মাণ কার্য থেকে ২৮ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা সেস সংগ্রহ করেছে।

২৭১) রাজ্যের ৯ হাজার ৬৫২ জন অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিক ই-শ্রম পোর্টালে নিবন্ধিত হয়েছেন। সংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের জন্য এমপ্লয়িজ স্টেট ইন্স্যুরেন্স একটি বহুমাত্রিক সামাজিক সুরক্ষা ব্যবস্থা, যার মাধ্যমে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য চিকিৎসার সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়। বর্তমানে এই কর্মসূচির অধীনে ২২ হাজার ৯১০ জন বীমাকৃত ব্যক্তি নিবন্ধিত রয়েছেন এবং ধর্মনগর, কুমারঘাট, আমবাসা, আগরতলা, বিশ্রামগঞ্জ ও উদয়পুরে মোট ৬টি ই.এস.আই. চিকিৎসা কেন্দ্র চালু রয়েছে।

কারখানা ও বয়লার সংস্থা :

২৭২) আমাদের রাজ্য বর্তমানে বিনিয়োগ বান্ধব রাজ্য হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। এর ফলস্বরূপ ২০২৫ সালে নতুন ১৬টি কারখানা স্থাপিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে রাজ্যে মোট কারখানার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭৫০টি। এসব কারখানায় প্রায় ৬০ হাজারেরও বেশি শ্রমিক কর্মরত রয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরা রাজ্যে মোট ৫৭টি বয়লার কারখানা রয়েছে এবং আরও দুটি বয়লার কারখানা চালু করার প্রস্তুতি রয়েছে। কারখানাগুলির নিয়মিত পরিদর্শন এবং বয়লারগুলির বার্ষিক পরিদর্শনের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিরোধের লক্ষ্যে কারখানাগুলিতে ১৪০টি নিরাপত্তা সচেতনতামূলক কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া কর্মক্ষেত্রে দুর্ঘটনা প্রতিহত করা এবং শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষার জন্য জেলা পর্যায়ে চারটি কর্মসূচি আয়োজন করা হয়েছে।

অর্থ :

২৭৩) সরকারি কর্মচারীদের নথি ব্যবস্থাপনা, বেতন প্রস্তুতকরণ এবং অনলাইনে পেনশন প্রস্তাব জমা দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার চলতি মাস থেকেই NextGen HRMS চালু করছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রশাসনিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা বৃদ্ধি পাবে, কাগজপত্রের ব্যবহার কমবে এবং কর্মচারীদের তথ্য সঠিকভাবে সংরক্ষণ ও সহজে ব্যবহার করা সম্ভবপর হবে। এর ফলে প্রশাসনিক বিষয়াদি দ্রুত নিষ্পত্তি করা যাবে এবং কর্মচারীরাও তাদের নিজস্ব তথ্য সহজে দেখতে পারবেন। এছাড়া IFMS ২.০ বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তাবিত আহ্বানপত্র প্রস্তুতের কাজ তথ্য প্রযুক্তি দপ্তর দ্বারা করা হচ্ছে এবং শীঘ্রই তা প্রকাশ করা হবে।

২৭৪) বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে রাজ্যের সাফল্য অত্যন্ত প্রশংসনীয়। প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা কর্মসূচির অধীনে মোট ১৫ লক্ষ ৫৫ হাজার ৬৯৩টি অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী জীবনজ্যোতি বীমা যোজনার অধীনে ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ২৯২টি অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এবং অটল পেনশন যোজনার অধীনে মোট ৩ লক্ষ ২২ হাজার ৫৭২টি অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

২৭৫) ২০২৬-২৭ অর্থবছরের মোট বাজেট বরাদ্দ ধরা হয়েছে ৩৪,২১২.৩১ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমিত বাজেটের তুলনায় ৫.৫২ শতাংশ বেশি। মূলধনী ব্যয় অর্থাৎ ক্যাপিটেল এক্সপেনডিচার নির্ধারণ করা হয়েছে ৮,৯৪৫.৯২ কোটি টাকা, যা ২০২৫-২৬ অর্থবছরের অনুমিত বাজেট অর্থাৎ বাজেট এস্টিমেটের তুলনায় ১৩.১৯ শতাংশ বেশি। আয় ও ব্যয়ের সার সংক্ষেপ নিম্নে উপস্থাপন করা হল -

(Amount in Rs. Crore)

Sl. No.	Items		2026-27 (BE)
(A)	**Revenue Account**		
	1	Receipts	26881.99
	2	Expenditure	25266.39
	3	Surplus (A1-A2)	1615.60
(B)	**Capital Account**		
	1	Receipts from Loans & Others (including Public Account and Opening Balance)	7089.60
	2	Expenditure	8945.92
	3	Deficit (B1-B2)	-1856.32
(C)	**Total Receipts (A1+B1)**		33971.59
(D)	**Total Expenditure (A2+B2)**		34212.31
Budget Deficit (C-D)			-240.72

আসুন, আমরা সকলে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়ে আরও শক্তিশালী, সমৃদ্ধতর এবং বিকশিত ত্রিপুরা গড়ে তোলার লক্ষ্যে একসাথে কাজ করি এবং আমাদের রাজ্যকে বিকাশের চরম শিখরে পৌঁছে দিতে আমরা সবাই বদ্ধপরিকর হই, যাতে আমাদের রাজ্য হয়ে উঠে আশা আকাঙ্ক্ষা, সুযোগ এবং অপরিসীম সম্ভাবনায় পরিপূর্ণ 'বিকশিত ত্রিপুরা'।

জয়হিন্দ। নমস্কার।